চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

সিষ্টার মশলা
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 March, 2020 ■ আগরতলা, ৫ মার্চ, ২০২০ ইং ■ ২১ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনাভাইরাস আতঙ্কে ত্রস্ত ভারত, দেশজুড়ে সংক্রমিত ২৮

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি.স.)।। ভারতে রীতিমতো থাবা বসানো শুরু করে দিয়েছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস। করোনাভাইরাস-এর সংক্রমণ রুখতে এ বছর হোলি মিলন উতবে সামিল হবেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রমুখ।

এছাড়াও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা বিজেপির সমস্ত রাজ্য সভাপতির কাছে অনুরোধ করেছেন, তাঁরা যেন এ বছর হোলি উতবে অংশ না নেন। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ভারত সরকার। বুধবারই করোনাভাইরাস নিয়ে শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড: হর্ষবর্ধনউ বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হর্ষবর্ধন জানিয়েছেন, 'দিল্লির সমস্ত হাসপাতালগুলিকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

বুধবার নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধনের পৌরহিত্যে মন্ত্রকের আধিকারীকদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি-পিআইবি।

ত্রিপুরায় স্ক্রিনিং হয়েছে ১৫ হাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। এখন পর্যন্ত নিরাপদেই রয়েছে ত্রিপুরা। করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের কোনও খবর নেই। ত্রিপুরায় ১৫ হাজার স্ক্রিনিং করা হয়েছে। তাতে একজনকেও ওই ভয়ঙ্কর মরণব্যাধিতে আক্রান্ত বলে পাওয়া যায়নি। বুধবার পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দফতরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা এই খবর দিয়েছেন।

করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বের কাছে ত্রাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিন থেকে ক্রমশ বিভিন্ন দেশে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। চিন ছাড়া একাধিক দেশে ওই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবর মিলছে। ভারতে প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী চিহ্নিত হয়েছিল কেরালায়। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে ৬ জনকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

শুরু থেকেই ত্রিপুরায় এই সংক্রমণ মোকাবিলায় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আগরতলা আইসিপি, বিমানবন্দর এবং রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রীদের পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৪ জন ইতালীয় পর্যটকের শরীরে করোনাভাইরাস মিলেছে, তাঁদের চাওলায় ইন্দো- তিবেতিয়ান বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি)-এর কোয়ারেন্টাইনে নিয়ে যাওয়া হয়েছেউ' স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, 'যদি ইরান সরকার আমাদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে, তাহলে সেখানেও আমরা ল্যাব তৈরি করব। এর ফলে পুরোপুরি স্ক্রিনিংয়ের পরে আমাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে আনা যাবে।' স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত সত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। ত্রিপুরা হাইকোর্টের নতুন বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হলেন সত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে তাণর নামের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছিল। আজ বুধবার কেন্দ্রীয় আইন ও ন্যায়বিচার মন্ত্রক তাঁর নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা হাইকোর্টে বর্তমানে প্রধান বিচারপতি-সহ মোট তিনজন বিচারপতি রয়েছেন। সত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের নিযুক্তিতে ত্রিপুরা হাইকোর্টে বিচারপতির সংখ্যা দাঁড়াবে চারে। ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অকিল কুরেশি, বিচারপতি সুভাশিস তলাপাত্র এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধ বর্তমানে উচ্চ আদালতের যাবতীয় মামলার নিষ্পত্তি করছেন।

ত্রিপুরায় হাইকোর্ট স্থাপনের পর থেকে কখনও চারজন বিচারপতি ছিলেন না। এই প্রথম ত্রিপুরা হাইকোর্ট চারজন বিচারপতি পাচ্ছে। সত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে ত্রিপুরা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। সুপ্রিমকোর্ট তাঁর নামের প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়ার পর এখন কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকও তাঁর নিযুক্তিতে বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিয়েছে।

বিজেপি বিধায়কদের সাথে অশালীন আচরণ পুর নিগমের কমিশনারের

আগরতলা পুর নিগমের কাছে বিজেপির ডেপুটেশন বুধবার। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। পুর নিগমের বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে অসন্তুষ্ট পুরবাসীদের নিয়ে বিজেপি আজ ডেপুটেশন প্রদান করেছে। পুর নিগমের মেয়রের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার সময় শাসক দলীয় দুই বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা এবং রামপ্রসাদ পালের সাথে অশালীন আচরণ করেন পুর কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব। এমনকি, রাগের মাথায় পুর কমিশনার দুই বিধায়কদের বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। শুধু তাই নয়, পুলিশে মামলা করারও হুমকি দেন শৈলেশ কুমার যাদব। ওই ঘটনায় চরম উত্তেজনা দেখা দেয় পুর নিগম কার্যালয়ে। বিধায়কদের সাথে অশালীন আচরণের জন্য নিগমের মেয়র ড় প্রফুল্লজিৎ সিনহা দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

মূলত, আজ পুর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিজেপি ডেপুটেশন প্রদান করেছে। বাম পরিচালিত ওয়ার্ডগুলিতে নাগরিক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, এমন গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থ খরচ করা হচ্ছে না। উল্টো, পরিস্থিতির জন্য ত্রিপুরা সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। তাই, আজ পুর এলাকায় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সমস্ত ওয়ার্ডে ডেপুটেশন প্রদান করেছে বিজেপি। আগরতলা পুর নিগম কার্যালয়ে ডেপুটেশনে যোগ দেন বিজেপি বিধায়ক আশীষ কুমার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘরে ফেরা নিয়ে আজ ফের কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের সাথে আলোচনা বাঙালী উদ্বাস্তুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ ।। সম্ভবত বৃহস্পতিবার ঘরে ফিরছেন না আনন্দবাজার থানায় আশ্রিত বাঙালি উদ্বাস্তুরা। কারণ, সরকারের দেওয়া সহায়তা তাদের চাহিদা অনুযায়ী হয়নি। ফলে, আগামীকাল কাঞ্চনপুর মহকুমার শাসকের সাথে বৈঠকের পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন তারা।

এ বিষয়ে আজ বাঙালি উদ্বাস্তু ফোরামের সম্পাদক রথীন্দ্র রায় বলেন, ক্ষতিপূরণের অর্থ রাজ্য সরকার সঠিক ভাবে মিটিয়ে দিচ্ছে না। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক হলেও ক্ষতিপূরণ বাবদ রাজ্য সরকারের বরাদ্দ অর্থ অনেক কম হচ্ছে। শুধু তাই নয়, রাজ্য সরকারের তৈরী করা তালিকা মিলিয়ে দেখার পরই নিশ্চিত হওয়া যাবে ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিবারগুলি কি পরিমাণ অর্থ পেয়েছেন।

তিনি বলেন, আগামী সকালে ১৫ জন এক প্রতিনিধি দল কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের সাথে বৈঠকে মিলিত হবেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুমার অলককে দিল্লীতে ত্রিপুরা ভবনে বদলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ ।। অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলককে বদলি করলো রাজ্য সরকার। তাকে দিল্লি ত্রিপুরা ভবনের মুখ্য রেসিডেন্ট কমিশনার পদে বদলি করা হয়েছে। এদিকে ড. প্রশান্ত কুমার গোয়েলকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে কুমার অলকের সমস্ত দপ্তরের ভার দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বেশ কিছু দিন ধরেই কুমার অলককে নিয়ে টানা পোড়েন চলছিল। তার বদলিকে ঘিরে বিতর্কও দেখা দিয়েছিল। অবশেষে তাকে দিল্লিতে পাঠালো রাজ্য সরকার। তাকে ১০ মার্চের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ড. প্রশান্ত কুমার গোয়েল শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা সাথে টিআইডিসি'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ত্রিপুরা বেম্বো মিশনের মিশন ডায়েক্টর এবং মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরের বিশেষ সচিবের পাশাপাশি কুমার অলকের সমস্ত দপ্তরের দায়িত্ব অতিরিক্ত সামলাবেন।

গাছ থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ মার্চ ।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহকুমায় লক্ষ্মীছড়া এলাকায় গাছ থেকে পড়ে এক শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত শ্রমিকের নাম অংকীয় মগ। বাড়ি ওই এলাকাতেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শান্তিরবাজারের লক্ষ্মীছলা মুন্সি মগপাড়ার বাসিন্দা অংকীয় মগ দিনমজুরি করেই জীবিকা নির্বাহ করত। তার বাড়ির পাশেই এক বাড়িতে গাছের ডাল কাটার কাজে গিয়েছিল শ্রমিক অংকীয় মগ। গাছের ডাল কাটতে গিয়ে নিচে পড়ে যায়। তাকে স্থানীয় জনগণ উদ্ধার করে বাইখোড়া প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যান।

কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো এটি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুজনিত ঘটনা সত্ত্বেও কর্তব্যরত চিকিৎসক কোন রকমের ময়না তদন্ত না করেই মৃতদেহ পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেন। এমনকি, বিষয়টি পুলিশকেও জানানো হয়নি। শোকাহত পরিবারের লোকজনরা মৃতদেহ সৎকার করতে নিয়ে গেলে পুলিশ খবর পায়। ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে পুলিশ মৃতদেহটি সেখান থকে তুলে নিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্য হাতির তান্ডবে তছনছ বাড়ি-ঘর, আহত সত্তরোর্ধ বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ মার্চ ।। তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাট এলাকার কপালীটিলায় গত ভোররাতে বন্য হাতির তাণ্ডবে এক বৃদ্ধ গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

চাকমাঘাটে আতঙ্ক

তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাড়িঘরও ভাঙচুর করেছে দাতাল হাতির দল। ঘটনায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বন্য দাঁতাল হাতির তাণ্ডবে বাড়িঘর ভাঙচুর সহ আহত এক সত্তর বছরের বয়স্ক বৃদ্ধ। ঘটনা বুধবার ভোর রাতে চাকমাঘাট

পঞ্চায়েতের অধীন রাজকুমার কপালীটিলা এলাকায়। আহত বৃদ্ধের নাম রঞ্জিত বৈশ্য (৭০)।

এলাকাবাসীরা জানান, বুধবার ভোর ৩টা নাগাদ বন্য দাঁতাল হাতি উন্মত্ত তাণ্ডব চালায় চাকমাঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজকুমার কপালীটিলা এলাকায়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্ষমতার জন্য স্বদলীয় নেতাকে খুন, সিপিএমের মুখে কালো দিন মানায় না, দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। ক্ষমতার জন্য নিজের দলের নেতাকে খুন করেছে। তাঁদের মুখে কালো দিবস মানায় না। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে এইভাবেই সিপিএম-কে বিঁধল বিজেপি। দলের মুখপাত্রের সাফ কথা, সাংগঠনিক শক্তির বলে নির্বাচনে জয়ী হয়েছি দাবি করিনা। মানুষ ঢেলে ভোটে দিয়েছেন, তাই ত্রিপুরায় বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে।

মঙ্গলবার সিপিএম ত্রিপুরায় ২০১৮ সালের তেসরা মার্চকে কালো দিন বলে কটাক্ষ করেছিল। বিজেপি-র বিরুদ্ধে খুন, সন্ত্রাসের অভিযোগ এনেছিল। আজ তারই জবাবে বাম জমানায় ভয়াবহ দিনগুলির কথা মনে করাল শাসক দল। বিজেপি প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্যী বলেন, ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে সুষ্ঠ ভোট সিপিএমের সহ্য হচ্ছে না। কারণ, তাঁরা সিসিটিভি এবং ওয়েব কাস্টিং চাইছিল না।

এদিন নবেন্দু সিপিএম-কে নিশানা করে বলেন, বাম জমানায় নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস মানুষ ভুলে যায়নি। নির্বিচারে খুন, লুঠপাঠ, মানুষের বাড়িতে অগ্নি সংযোগ সেই স্মৃতি আজো ত্রিপুরাবাসীকে শিউরে তোলে। কিন্তু, এই প্রথম বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর একটিও রাজনৈতিক খুনের ঘটনা ঘটেনি, দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, বিরোধীদের আক্রমণে শাসক দলের কর্মীরা এখন আক্রান্ত হচ্ছে। দীর্ঘদিন হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা করছে। তাঁর সাফ কথা, দুর্নীতি নিমজ্জিত কোন বাম নেতা-কর্মী আত্মহত্যা করলে কিংবা লেনদেন নিয়ে কেউ খুন হলে তার দায় নেবে না বিজেপি।

নবেন্দু সিপিএম-কে নিশানা করে বলেন, ক্ষমতার জন্য নিজের দলের নেতাকে খুন করেছে। তাদের মুখে কালো দিন মানায় না। বাম জমানায় দমবন্ধকর পরিস্থিতি ছিল। তা ভুলে গেলে চলবে না। তাঁর সাফ কথা, সাংগঠনিক শক্তিতে নির্বাচনে জয়ী হয়েছি এমন দাবি করিনা। মানুষ ঢেলে ভোট দিয়েছে তাই বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। নবেন্দু বলেন, ত্রিপুরার অর্থনীতির হাল বামেরাই ধ্বংস করে গেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিলচর-আগরতলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের তিন যাত্রী গ্রেফতার, উদ্ধার প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার নেশা সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৪ মার্চ।। শিলচর থেকে আগরতলাগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনের তিন যাত্রীকে তালাশি চালিয়ে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী নেতৃত্বধীন পুলিশের দল। নেশা দ্রব্য পাচারের অভিযোগে তিন যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা উত্তর ত্রিপুরার কাজল মিয়াঁ (১৯), খুরশেদ মিয়াঁ (২৯) এবং প্রাণেশ পাল (৩৯) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী এ তথ্য দিয়ে জানান, বুধবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ অসম-ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী চোরাইবাড়ি থানার অন্তর্গত নদীয়াপুর রেল স্টেশন থেকে ২০ হাজার নেশার ট্যাবলেট ইয়াবা এবং ২০ শিশি নেশার কফ সিরাপ এসকফ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রীগুলির বাজারমূল্য কমপক্ষে ৫০ লক্ষ টাকা হবে। পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানান, তাঁর কাছে গোপন সূত্রের খবর ছিল, আজ শিলচর থেকে আগরতলাগামী যাত্রীবাহী ট্রেনে করে নেশাজাতীয় সামগ্রী রাজ্যে প্রবেশ করবে। প্রাপ্ত গোপন খবরের উপর ভিত্তি করে পুলিশ সুপার পুলিশ বাহিনী নিয়ে চোরাইবাড়ি থানা এলাকার নদীয়াপুর রেল স্টেশনে ওৎ পেতে বসেছিলেন। যথাসময় ট্রেন স্টেশনে আসে। ট্রেন থেকে সন্দেহজনক তিনজনের পিছু ধাওয়া করেন তাঁরা। এরা ট্রেন থেকে নেমে তাদের গন্তব্যের পথে রওয়ানা হয়। কিছু দূর যাওয়ার পর তাদের আটক করে তালাশি চালিয়ে এই সাফল্য আসে।

বুধবার নদিয়াপুর স্টেশন থেকে আগরতলাগামী ট্রেনের তিন যাত্রী আটক নেশা সামগ্রী সহ। ছবি নিজস্ব।

তিনি জানান, ধৃতদের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে। আগামীকাল নেশা সামগ্রী-সহ ধৃতদের ধর্মনগরে মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পেশ করা হবে।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ১৪৬ ◘ ৫ মার্চ ২০২০ ইং ◘ ২১ ফাল্গুন ◘ বৃহস্পতিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

মুক্তিযুগ ও স্বর্ণযুগ

'আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায় তাই ভাবি মনে।' আশা নিয়া কবিরা কত কথাই না বলিয়া গিয়াছেন। মাইকেল মধুসুদন দত্ত ইংরেজী সাহিত্যে বিশাল জায়গা করিয়া নিতে বিদেশ পাড়ি দিয়াছিলেন। কিন্তু, ইংরেজী সাহিত্যে তিনি তাহার প্রাপ্য মর্যাদা না পাইয়া ব্যর্থ মনোরথে স্বদেশে ছুটিয়া আসেন এবং জীবনের শেষ কিছুদিন বাংলা সাহিত্যের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাহার রত্ন ভান্ডারে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধই শুধু হয় নাই বাংলা ও বাঙালীর জীবনবোধ, চেতনা নতুন মাত্রা পাইয়াছিল। অন্যদিকে আরেক কবি 'আশাকে' ধন্য বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার আশা কবিতায় বলিয়া ধন্য আশা কুহকিনি। অর্থাৎ আশাই মানুষের বাঁচিবার প্রেরণা শক্তি। আশাই যোগায় কর্মের প্রতি, জীবনের প্রতি দায়িত্ববোধ। প্রতিটি ক্ষেত্রে আশা মানুষকে নিরাশ করে অন্যদিকে সাহস ও প্রাণবন্ত করিয়াও তুলে আশা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আশার ছলনেও মানুষ হতাশায় নিমজ্জিত হয়। তিসরা মার্চ ক্ষমতাসীন বিজেপি মুক্তি দিবস পালন করিয়াছে রাজ্য জুড়িয়া। অন্যদিকে এই দিবসটিকে সিপিএম কালো দিন হিসাবে পালন করিয়াছে। বিজেপির বক্তব্য তিসরা মার্চই রাজ্যে নতুন বিজেপি জোট সরকার গঠিত হইয়াছিল। সেদিনই ত্রিপুরার 'রাহু' মুক্তি ঘটে। কালো অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। দীর্ঘ বাম শাসনের হাত হইতে ত্রিপুরা মুক্তি পায়। সেই দিক দিয়া ইহা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের টানা বাম রাজত্বের অবসান ঘটাইয়া রাম রাজত্বের এই জয়যাত্রাকে খাটো করিয়া দেখিবার তো সুযোগ নাই। ত্রিপুরার মানুষ অনেক আশা আকাংখা নিয়া এই রাম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। দীর্ঘ পঁচিশ বছরে এই লাল দুর্গে ফাটল ঘটনা তো ছিল প্রায় অবিশ্বাস্য। কংগ্রেস তো সিপিএম হঠাইতে তেমন কোনও উদ্যোগ নেয় নাই। সিপিএম কংগ্রেস তো আসলে ছিল ভাই ভাই। দিল্লীতে দোস্তি, রাজ্যে কুস্তির রাজনীতিই চালাইয়া গিয়াছে কংগ্রেস। কিন্তু, ত্রিপুরার মানুষের মনে এক মুক্তির আকাংখা জাগরুক ছিল। কংগ্রেসের তাবড় নেতারাা সিপিএম হটাইতে প্রথমে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে লইয়াছিল। দেখা গেল তৃণমূল দিয়া সিপিএম হঠানো যাইবে না। তখন দলবল সহ তৃণমূল নেতা বিধায়কদের, সোজা কথায় কংগ্রেসের সংখ্যা গরিষ্ঠ বিজেপির পতাকা তলে সামিল হয়। সেখানেও কাজ করে ধন্য আশা কুহকিনি। পালা বদল হয়। তিসরা মার্চ ২০১৮ কার্য্যত সিপিএমের ৩৫ বছরের শাসন হইতে মুক্তি পায়। টানা পঁচিশ বছর এবং আগের ১০ বছর জোট ৩৫ বছর রাজত্ব করে সিপিএম বা বামফ্রন্ট। এই পরিবর্তনের স্রোতে রাজ্যের মানুষ কি সত্যিই মুক্তি পাইয়াছে। না, 'আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়।' ইহার বিচার নিয়াই রাজ্যের মানুষ বিচার করিতেছেন। ৩৫ বছর যে দল ত্রিপুরাকে শাসন করিয়াছে সেই দল সময় সুযোগ পাইয়া ছুড়িয়া ফেলিতে রাজ্যবাসী এক মুহুর্ত দেরী করেন নাই। ইতিহাসের লিখন তো খন্ডানো যায় না। আজ সিপিএম দলে বিজেপির ক্ষমতারোহনের দিনটিকে কালো দিন হিসাবে ঘোষণা দিয়া আন্দোলন কর্মসূচি চালু রাখিয়াছে। ত্রিপুরায় পালাবদলের দুই বছর পুর্তিতে তিন মার্চ দিনটিকে কালো দিন হিসাবে আখ্যায়িত করিয়া সিপিএম বুঝাইতে চাহিতেছে তাহাদের রাজত্বই ছিল স্বর্ণযুগ। বাম মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার তো তাঁহার রাজত্বকে স্বর্ণযুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। যদি তিনি তাহার রাজত্বকে স্বর্ণযুগ বলিয়া আত্মতৃপ্তি পাইয়া থাকেন তাহা হইলে বিজেপি মুক্তি দিবস পালন করার তো সার্থকতা থাকিবরাই কথা। বিজেপি জোট সরকারের এক বছর পুর্তিতে কিন্তু সিপিএমকে তেমন জোর প্রতিবাদী হইতে দেখা যায় নাই। কিন্তু, দুই বছরের মানুষের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করিয়া সিপিএম হারানো মাটি উদ্ধারে তৎপর হইয়াছে। এত এত বছর ক্ষমতায় থাকা দলটি ক্ষমতা হারাইয়া যেন দিশাহারা অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল। এখন আস্তে আস্তে জন ভিত্তি রচনায় সিপিএম তৎপর হইতে পারিতেছে। কিন্তু, একথা তো ঠিক, পায়ের তলার শক্ত মাটি তো অপসারিত। তাহা মেরামত করিতে আরও বেশী সময় লাগিবে। মুক্তি যুগ আর স্বর্ণ যুগ নিয়া রাজ্যের মানুষ নিশ্চয় বিচার বিশ্লেষণ করিবেন। তবে, একথা স্পষ্ট বলা যাইতে পারে, মুখের কথায় কাজ হইবে না। ত্রিপুরার মানুষের চোখ কান খোলা আছে। বঞ্চনা অপমানের জবাব দিতে জানে। আশার আলো আর নিরাশার অন্ধকার ত্রিপুরার মানুষকে সজাগ ও সচেতন করিয়াই তুলিতেছে। সুযোগ ও সময় মতো জবাব দিতে ভুলিবে না। একথা জোর দিয়া বলা যায়।

ছোট ইলিশের উপর নিষেধাজ্ঞা অসময়েও বাঙালির পাতে বড় ইলিশ

হুগলি, ৪ মার্চ (হি.স.): ছোট ইলিশের উপর বিধিনিষিধের জেরে এবারে বর্ষার আগেই মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যেই বাজারে উপস্থিত গঙ্গার বড় ইলিশ। শুনে অনেকের চোখ কপালে উঠলেও হুগলির চকবাজারের মৎস্য ব্যবসায়ীরা কিন্তু একথাই বলছেন। শুধু বলছেনই না গঙ্গার সেই সমস্ত টাটকা ইলিশ এখন তুলনামূলক কম দামে তাঁরা বিক্রিও করছেন। ক্রেতাদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। কারণ এসময় ৮০০ গ্রাম থেকে ১ কেজির চালানি ইলিশ যখন ১৫০০ টাকার নীচে পাওয়াই যায় না, ঠিক তখনই একই মাপের গঙ্গার ইলিশ বাজারে বিকোচ্ছে মাত্র ৮০০ থেকে ৯০০ টাকায়। আর ১৪০০ গ্রাম থেকে দেড় কেজি ওজনের গঙ্গার ইলিশ চকবাজারে বিকোচ্ছে মাত্র ১২০০ টাকায়।

মার্চের শুরুতে এই একই ওজনের চালানি ইলিশের দাম কম করে ২২০০ থেকে ২৫০০ টাকায় মেলে। বর্ষার আগে এত কম দামে গঙ্গার রূপোলি শস্য শেষ কবে মিলেছে তা অনেকেই মনে করতে পারছেন না। খবর পেয়ে অনেকেই বাজারে এসে ইলিশ নিয়ে যাচ্ছেন। ছেলেকে স্কুলে দিতে এসে ব্যান্ডেলের এক দম্পতি জয়ন্ত কুমার দে ও সুদীপ্তা দে ইলিশের খবর শুনেই সটান চলে আসেন চকবাজারে। সেখানে এসে প্রায় ১,১০০ গ্রামের একটি মাছ ৯০০ টাকা কেজি দরে কিনে নেন। সুদীপ্তা দে বলেন এইসময়ে এত কম দামে প্রমান সাইজের ইলিশ মিলবে তাও আবার গঙ্গার সেটা ভাবতেই পারিনি। তাই দেখা মাত্রই কিনে নিলাম।

এবিষয়ে এক মাছ ব্যাবসায়ী নেপাল সরকার বলেন, এবারে মোটামুটি সাত দিন কাজ করলে একদিন অন্তত বাড়িতে প্রমান সাইজের ইলিশ নিয়ে যেতে পারবেন নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি। অন্যদিকে আর এক মাছ ব্যাবসায়ী হারাধন বিশ্বাস বলেন রাজ্য সরকার ছোট ইলিশ নিয়ে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করাতেই হুগলি নদীতে বড় ইলিশ মিলছে। অন্যদিকে এবিষয়ে রাজ্যের মন্ত্রী অসিমা পাত্র বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সব পদক্ষেপ নেন সেটা জনগনের জন্যই। সরকার ছোট ইলিশ ধরা বন্ধ করতেই বড় ইলিশ মিলছে। যাই হোক দিনকয়েক ধরে চকবাজারে আসা বাঙালীরা আপাতত গঙ্গার ইলিশ ভাঁপা,সর্ষে ইলিশে মজেছেন। আপাতত বাঙালির মুখে চওড়া হাসি।

হুগলির বলাগড়ে সেতুর বেহাল দশা, ক্ষোভ গ্রামবাসীদের

হুগলি, ৪ মার্চ (হি.স.): বাঁশের সেতুর উপর ভরসা করে রয়েছেন কয়েক হাজার গ্রামবাসী। হুগলি জেলার বলাগড় বিধানসভার অন্তর্গত খামারগাছি সিজা কামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গৌড়নই ও ঢাকছড়া গ্রামে কানা নদীর উপর সেতুর এখন বেহাল অবস্থা। জানা যায়, বহু বছরের পুরনো কানা নদীর উপর দিয়ে একমাত্র ভরসা ছিল এই ভগ্নদশা সেতু। বহু বছর আগে এটি ঢালাই ছিল। ২০০০ সালের বন্যায় সেটি নষ্ট হয়ে যায়ন বর্তমানে সেই সব আর নেই, শুধু মাত্র কয়েকটি লোহার খুঁটি পড়ে আছে নদীর ওপর। যাওয়া-আসার অসুবিধা হওয়াই দু"পাড়ের গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলে বাঁশ কিনে যাওয়ার রাস্তা তৈরি করেন।

নদীর দুই পাড়ে দু"টি গ্রামের মোট চার হাজারের বেশি মানুষ এই ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত করেন। স্টেশন, স্কুল, কলেজ, বাজার, হাসপাতাল সব জায়গাতে যাতায়াতের একমাত্র ভরসা এই সেতু। এই সেতু ছাড়া অন্য জায়গা দিয়ে যেতে হলে দু"কিলোমিটার রাস্তা ঘুরে যেতে হবে। এতে সময় যেমন বেশি লাগবে তেমনই খরচও বেশি লাগবে। সেতু পারাপার হতে গিয়ে অনেকে পড়ে গিয়ে কমবেশি আহতও হয়েছেন। বিশেষ করে বর্ষাকালে আরও অসুবিধার মুখে পড়তে হয় গ্রামবাসীদের।

ভারতবর্ষ ও তার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য

হরিগোপাল দেবনাথ

আমাদের পিতৃভূমি ভারতবর্ষ। 'বর্ষ' কথাটার মানে দেশ অর্থাৎ ভূ-ভাগ। তাই "ভারতবর্ষ" নামটারও একটা অর্থ অবশ্যই রয়েছে আর এর তাৎপর্যটুকুও গভীর ব্যঞ্জনাময়। পৃথিবীতে যত শব্দই রয়েছে, তা সে দেশের নামই হোক, কিংবা কোন নদী বা পর্বতরে নাম ---তাদের প্রত্যেকটিরই একটি নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে। আমাদের দেশটার নাম ভারতবর্ষ শব্দটি এসেছে মূলত বৈদিক ভাষা থেকে। উল্লেখ্য যে, এই ভূ-ভাগের আদিনাম ছিল গন্ডোয়ানাল্যান্ড যার সীমানা ছিল উত্তরে টেথিস সাগর (এখন যেখানে হিমালয় পর্বত রয়েছে) থেকে দক্ষিণে মহাসাগর, পূর্ব বার্মা-সীমানা অতিক্রম করেও শ্যাম-কম্বোজ (বর্তমান তাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর) আর পশ্চিমে আফগানিস্তান (যার প্রাচীন নাম ছিল গান্ধার ও ইরাণ (যার প্রাচীন নাম আয্যন্যব্রজ। এই বিশাল আয়তনের ভূঃভাগেরই জীব বিকাশের অনুকুল পরিবেশ সমৃদ্ধ অঞ্চলের নাম ছিল জম্বুদ্বীপ ও জম্বুদ্বীপেরই একটি উর্বর অদর্শের নাম ছিল "রাঢ়" যার বাংলা মানে হয়—লাল মৃত্তিকার দেশ। এটি মূলতঃ অষ্ট্রিক ভাষার শব্দ। উক্ত রাঢ়ের বুকেই পৃথিবীর প্রথম মানব সন্তানের আবির্ভাব ঘটেছিল। এমন কি রাঢ়ের মাটিতেই মানব সভ্যতারও প্রথণ সূত্রপাত ঘটেছিল বলে, দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদ প্রভাত রঞ্জন সরকার প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনের ভিত্তিতে রচিত করে গেছেন তাঁর "সভ্যতার আদিবিন্দু রাঢ়" নামক গ্রন্থখানি। রাঢ়েরই সন্তান কপিলমুনি সাখ্যা দার্শনিক পৃথিবীর সর্বপ্রথম দার্শনিক ছিলেন।

যা হোক, আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনার পূর্বেই দেশটির নাম কী করে ভারতবর্ষ হয়ে গেল, সেই সম্পর্কে খানিকটা আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। বৈদিক ভাষায় 'ভৃ' বা 'ভর' ধাতুর অর্থ হচ্ছে--- খাওয়ানো। আর, ভর + অনট = ভরণ। সম্-ভর + অনট = সম্ভরন। দুটোরই মানে হয় খাওয়ানো। আবার, ভৃ + অল্ = ভর---এর মানে যে খাওয়ায়। তন্ + ড = তন--- এর মানে যে বিস্তারলাভে বা ব্যাপিতে সহায়তা করে। ইংরেজী ভাষায় কোন কোন ক্রিয়া পদের সঙ্গে 'er' (ই আর যোগ করে বিশেষ্য কর্ত্তৃপদ তৈরি হয় যেমন--- make + er = maker (যে তৈরি করে), doter doer (যে কাজ করে) ইত্যাদি। তদ্রূপ, সংস্কৃত ভাষায় তন্---ধাতুর সঙ্গে ---ড প্রত্যয় যুক্ত হলে হয় 'ত'। সুতরাং ভর + ত অর্থাৎ 'ভরত' কথাটির মানে হচ্ছে ভৌতিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপিতে যে সাহায্য করে। তাই, ভরত + অন্ =ভারত---এর মানে হচ্ছে ভারত সম্বন্ধীয় অর্থাৎ খাওয়া পরা আর দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিস্তারে সাহায্য করে। আবার 'বর্ষ' কথাটির অর্থ দেশ বা ভূ-ভাগ। সুতরাং যে দেশ মানুষের খাওয়া পারর যোগান দিয়ে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপ্তি তথা উন্নতি যাতে সহায়তা করে তারাই নাম হচ্ছে ভারতবর্ষ। এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেল, দেশটির নাম "ভারতবর্ষ" কত অর্থপূর্ণ ও অতিহ্য সমৃদ্ধ। সুপ্রাচীন কাল থেকেই এই দেশ অনুরূপ ভাবে দায়িত্ব বহন করেই তার নামের সার্থকতা প্রমাণ করেছে। কাজেই এখন যে আমরা কথায় লেখায় "ভারত" শব্দ ব্যবহার করে থাকি, সেটি ব্যুৎপত্তিগত কারণে ভুল কারাহচ্ছে বলতে হবে। এছাড়া ব্রিটিশরা তাদের সুবিধার্থে খেয়ালখুশীমতই দেশের নামকরণ করেছে "ইন্ডিয়া"---এটিও যুক্তিসঙ্গত কারণেই ত্রুটি পূর্ণ। তাছাড়া, 'হিন্দুস্তাঁ' বা "হিন্দুস্তান" বলে এই দেশটির নাম কোনদিনই ছিল না বা এইরূপ করাটাও ঘোরতর অন্যায়মূলকই হবে, বলার অপেক্ষা রাখেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করছে যে, বাইরে থেকে আর্যদের আগমনের আগে থেকেই এই দেশে আধ্যাত্মিকতা তথা তন্ত্রের প্রচলন ছিল। তন্ত্র ভারতবর্ষেরই অবদান, এদেশেই তার উৎপত্তি। আমাদের শাস্ত্রা বলছেঃ "বঙ্গে প্রকাশতি বিদ্যা মেথিল্যে প্রবলীকৃতা/ কুচিৎ কুচিৎ মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ংগতা।" উল্লেখ্য যে এখানে "বঙ্গ বলতে বোঝাচ্ছে। রাঢ়বঙ্গ তথা ভারতবর্ষ ও মৈথিল্য অর্থে বোঝায় মিথিলা তাও বঙ্গেরই অঙ্গমাত্র। অর্থাৎ বাঙলায় তন্ত্রের উৎপত্তি, মিথিলায় এর ব্যাপ্তি আর গুর্জর ও মহারাষ্ট্রে এর বিস্তার।

মানসিক ব্যাপ্তি ও আধ্যাত্মিক সাধনার জন্যে প্রাচীন ভারতবর্ষ খুবই উপযুক্ত স্থান ছিল, কেননা আহার সংগ্রহ এখানে খুব সহজেই হয়ে যেত। তাই, সাধকরা সাধনার জন্যে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে এ দেশে ছুটে আসতেন। কেউ কেউ আবার রসদ যোগার ও শান্তির পরবিশে খুঁজেও আসতেন। সরিক ও এত অধ্যাত্ম প্রেমীরা এসেছেন ও সাধনা করেছেন যে, এঁদের সকলের মানসিক তথা আধ্যাত্মিক শক্তি তরঙ্গে এই ভূ-ভাগে একটা উপযুক্ত পরিবেশও তেরি হয়ে গেছে। আরেকটি দিক নিয়েও একই প্রসঙ্গে বলটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে করছি। ভাগবান সদাশিব (দেবাদিদেব শিব) ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমরা তারকবহ্মরূপেই জানি। এছাড়া রয়েছেন এ দেশের চৈতন্যদের, রামকৃষ্ণ পরমহংস, গৌতম বুদ্ধ, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দু, বামাক্ষ্যাপা, সাধক রামপ্রসাদ ও আরও কত অসংখ্য মহষী দেবষী। যুগ যুগ ধরে উচ্চকোটি আধ্যাত্মিক সাধকদের আবির্ভাবক্ষেত্র ও লীলাভূমি এই ভারতবর্ষ।

বিগত ১৯২১ সালের শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় বিহারের জামালপুরে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এ যুগের সুমহান অধ্যাত্মগুরুঃ শ্রী শ্রী আনন্দমূর্ত্তিজী ওরফে মহান দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদ শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকার যিনি একাধারে সমাজ গুরু, ইতিহাসবেত্তা, অর্থনীতিবিদ, সঙ্গীতকর, ও পুঁজিবাদ আর মার্কসবাদের একমাত্র বিকল্প সামাজিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রাউট দর্শনের প্রবক্তা। তিনিই এযুগে বিশ্বব্যাপী সর্বাত্মক বিপ্লবের প্রথদ্রষ্টা, জগদবাসীর কল্যাণে ব্রতনিষ্ঠ সংস্থা আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও রূপকার। তিনিই মিশনকে পরিচালনার পথ দেখিয়েছেন যাতে সর্বপ্রকারের শোষণও বিভেদমুক্ত আর আধ্যাত্মিকতা ও নব্যমানবতাবাদ ভিত্তিক এক অখণ্ড সমাজব্যবস্থা অর্থাৎ "এক মানবসমাজ" অচিরেই গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এক কথায়, তাঁরই অনবদ্য প্রেরণায় বিশ্ববাসী আজ উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রানিত হয়ে উঠেছেন। পৃথিবীতে মানুষের সমাজে একটার পর একটা শাসন তান্ত্রিক যুগ পট পরিবর্তন করে চলেছে। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব-লগ্ন থেকে শুরু হয়েছিল শূদ্র যুগ। যারা মানসিকতার দিক থেকে অত্যন্ত পেছনে পড়া, নিজেদের জীবনের যত দুর্ভোগ, অপমান, নির্যাতন, বুভুক্ষা ইত্যাদি সবই "কপালের লিখন" বলে নির্বিবাদে মেনে নেয়, সাধারণত, তারাই হলেন মানসিকতার বিচারে "শূদ্র" নামে পরিচিত। এই শূদ্রযুগ থেকে সমাজের প্রাধান্য চলে গিয়েছিল পৈশীশক্তি, তেজে-বীর্যে বলীয়ান, সাহসী ও তেজোদীপ্ত ক্ষত্রিয়দের হাতে। তারপর। সমাজের প্রাধান্য চলে গিয়েছিল অধিকতর বুদ্ধিমান তথা বিপ্র (মানে ইনটেলেকচুয়াল) দের হাতে। তারও পরবর্তী সময়ে সমাজের প্রাধান্য চলে আসে বৈশ্যদের হাতে, যার রমরমা এখনও সমাজে পরি দৃশ্যমান। তো, অতি স্বাভাবিক কারণেই এখন সমাজে বৈশ্যদের দ্বারা লাগামহীন শোষণ ও শোষণ বহাল রাখার উদ্দেশ্যে চলে চলেছে ব্যাপককারে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ণ। এরই ফলে সমগ্র মানব সমাজ এখন এক দুর্বিষহ জটিল সংকটে পতিত হয়েছে। একদিকে রয়েছে পুরাতন ও জরা জীর্ণ আবর্ঝনার কংকালের স্তূপ তার অপর দিকে হাতছানি দিয়ে চলেছে নতুন ঊষার অরুনিমার দিক চক্রকাল রাঙিয়ে তোলার ঝলকানি। এ দুয়ের মধ্যে একটিকে অবশ্যই এযুগের মানুষকে বরণ করে নিতে হবে ও অপরদিকে মনুষ্যত্ববিরোধী মারাত্মক বিষবৎ বর্জনও করতে হবে। এর কোল অন্যথা বা ব্যত্যয় ঘটনানো চলতে পারে না। আজকের মানুষের কাছে পৃথিবীর নতুন প্রজন্মের কাছে এ মুহূর্তটি এক মহাযুসান্ধিক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েই রচিত হয়েছে আজকের এই নিবন্ধটি। তখন, এই সম্পর্কেই আরও দু-চার কথা রয়েছে।

বলছিলুম ভারতবর্ষেরই কথা যুগে যুগে এই দেশেরই পুণ্যতীর্থে আবির্ভূত হয়ে চলেছেন সর্ব নিয়ন্তা, বিশ্বস্রষ্ঠা জগদীশ্বর, তাঁকে আমরা যে নামে আর যে পরিচয়েই সীমিত রাখতে প্রয়াস নিই না কেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বিগত ১৯২১-র বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে ভারতেই পদার্পণ করেছিলেন জগদগুরু শ্রী শ্রী আনন্দমূর্ত্তিজী,যিনি আজ সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছেই আনন্দমার্গ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতাও রূপকার বলে সুবিদিত রয়েছেন। তো সদাশিব, শ্রীকৃষ্ণ যাঁকেই আমরা 'ভগবান" বলে আখ্যায়িত করে থাকি, সেই "ভগ" আছে বলেই কথার মানেই হল ঐশ্বর্যের সমাহার,যাদের একটি হল "যশ আবার যশ-এরও রয়েছে দ্বিমুখী ধারা---যশও অপযশ আমরা তাই শিব ও কৃষ্ণ—উভয়ের ক্ষেত্রেই তাই দেখি তাঁদের স্তুতিকারী ও নিন্দাকারী বা সমর্থক ও বিরোধী দু'পক্ষেরই অস্তিত্ব।

তদ্রূপ, শ্রী শ্রী আনন্দমূর্ত্তিজীর ক্ষেত্রেও যে সে রমটি ঘটেছে তা তো খুবই স্বাভাবিক। তাইতো, আনন্দমার্গের সূচনা থেকেই আমরা পেয়ে চলেছি এই আদর্শের পরস্পর বদমান দুই পক্ষের বিদ্যামানতা। একপক্ষে রয়েছে জড়বাদী গোষ্ঠী সমূহের অভ্রংলেহী স্পধার বহিঃ প্রকাশ আর অপরদিকে কর্মযুক্ত নিয়ে বিজয়রথ এগিয়ে চলেছে আনন্দমার্গের গৃহী ও সন্ন্যাসপন্থী-অবলম্বনকারী অজস্র কর্মবৃন্দ।

কিন্তু, একথা কথা ও প্রসঙ্গে অবশ্যই তুলে ধরতে হচ্ছে যে, জগতে টিরদিনই শুভ শক্তি জয়ী হয় ও অশুভশক্তির পরজায় ও বিনাশ ঘটে। আনন্দমার্গ মিশনের ক্ষেত্রেও তা -ই ঘটে চলেছে সুপ্রাচীন কাল থেকে একমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তিই ভারতবর্ষের মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। আমরা কম-বেশি প্রায় সকলেই জানি মহামুনি দধীচির কথা, যিনি জগৎ কল্যানে নিজেকে উৎসর্গ করে আজও অমর হয়ে রয়েছেন। একটা বড় রকমের আদর্শ রক্ষার জন্য যখন তাঁকে বলা হল, তখনই তিনি সানন্দে মৃত্যুর বরণ করে নিজের অস্থি দান করে গেলেন। সেইরূপ আদর্শরক্ষার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন রাজা হরিশচন্দ্র কিংবা রাজা শিবি। দরীচি অথবা হরিশন্দ্রের মতো চরিত্র শুধু আধ্যাধিকতার পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেই সম্ভব। এই আধ্যাত্মিকতাই হল, ভারতবর্ষের মূল ঐশ্বয ও সম্পদ—এর কোন তুলনা সারা পৃথিবীতেই বিরল। বিগত বিংশ শতাব্দীতেও আনন্দমার্গের ইতিহাসে ভারতবর্ষের বুকে অনুরূপ আধ্যাত্মিক ত্যাগের মহিমাই সারা বিশ্বে আবারও নজির স্থাপন করেছে। বিগত ১৯৬৭ সালের ৫ই মার্চের ঘটনা। গুরুদের শ্রী শ্রী আনন্দমূর্ত্তিজী তখন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার আনন্দনগর আশ্রমে অবস্থান করছিলেন। ওইদিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই সি পি এম-র ভাড়াটে জল্লাদবাহিনী লাঠিসোটা তীর বল্লম ভোজালি ছোরা বর্মা-খুন্তি ইত্যাদি নিয়ে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল উক্ত অশ্রমের ওপর। উদ্দেশ্য ছিল, গুরুদেবকেই খু করা। তখন ত্যাগব্রতী ও আদর্শনিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা আশ্রমের প্রধান প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে যান গুণ্ডাবহিনীর আক্রমন প্রতিহত করতে। সশস্ত্র জল্লাদবাহিনীর সঙ্গে সন্ন্যাসীরাই বা কতক্ষণ প্রতিবোধ চালাবেন। ঘাতকদের উপর্যুপরি নির্মম আঘাতে একে একে পাঁচ জনের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল--- আচার্য সচিদানন্দ অববৃত আচার্য প্রবাসকুমার, আচার্য অবোধকুমার, আচার্য ভরতকুমার প্রমুখরা। অবশ্য পরবর্তী সময়ে মেদিনীপুর, হাইকোর্টে বিচারের রয়ে ৮ জনের যারজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড সহ বিভিন্ন মেয়াদে মোট ১৮ জনের দণ্ডদেশ হক যাদের একজন ছিলেন তৎকালী কমরেড জ্যোতিবসুর সরকারের বিডিও শুধু তাই নয়। এরপরও বিভিন্ন সময়ে কুখ্যাত গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমনে আনন্দমার্গীরা নৃশংসভাবেই নিহত হয়েছেন আদর্শরক্ষা করতে গিয়ে। ১৯৮২ সালের ৩০ শে এপ্রিলের মর্মগুদ ঘটনাও সবার জানা। পটনা জেলে শুরুদেব আনন্দমূর্ত্তিকে অন্যায়ভাবে আবদ্ধ রাখার প্রতিবাদে সারা বিশ্বে ১১ জনের আত্মহুতিও বিশ্বে বিরলতম নজির স্থাপন করেছে প্রতিবছর ৫ই মার্চ দিনটি আনন্দমার্গীগণ পূন্যাত্ম "দেবীচি দিবস উদ্‌যাপন করে চলেছেন।

হিন্দি চাপানোর প্রয়াস অশান্তি কমাবে না

শোভনলাল চক্রবর্তী

মানুষ ভাষা বলবার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়---যখন কেউ কেউ এই কথা বলবেন তখন বুঝতে হবে তিনি নির্বিশেষ ভাষার জৈব দিক নিয়ে কথা বলতে চাইছেন। স্বভাবতই সেখানে আকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নগুলো ঘোরাফেরা করবে জিন এবং মানবমস্তিষ্কের গঠনের বিশেষ সূত্রগুলোকে কেন্দ্র করে। এই জিনিসগুলো ভাষার ভেতরের দিক। আবার যখন কেউ বলবেন, 'অমুক জনগোষ্ঠীর মানুষ অমুক ভাষায় কথা বলেন,' তখন বুঝতে হবে তিনি ভাষার বাইরের দিক অর্থাৎ ভাষার অজৈব দিক নিয়ে কথা বলছেন।

দ্বিতীয় ভাষার প্রশ্নটা আবার ভেতর বাইরে ব্যাপ্ত। কারণ সেক্ষেত্রে প্রশ্নটা আবার ভেতরের দিকেরও বটে আবার বাইরের দিকেরও বটে। দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্রে, ভাষা শেখবার প্রক্রিয়াটা জৈব, কিন্তু কোনটা আমার দ্বিতীয় ভাষা হবে, সেই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে দাঁড়াতে হবে আবার বাইরের চত্বরে। সেখানে, কোনটা আমার দ্বিতীয় ভাষা হবে,এই প্রশ্নের উত্তরটা নিয়মমাফিক হওয়া উচিত ভাষিক পরিবেশগত। অর্থাৎ আমি পারিবারিক বৃত্ত ছেড়ে যখন সামাজিক বৃত্তে পা রাখছি তখন আমার মাতৃভাষা ছাড়া অন্য যে ভাষা আমি সামাজিক পরিবেস থেকে পাচ্ছি এবং বাহ্যিক সংযোগের জন্য যে ভাষা আমি সেই পরিবেশ থেকে শিখে নিচ্ছি সেইটাই আমার দ্বিতীয় ভাষা। এখন যদি এই দ্বিতীয় ভাষার প্রশ্নটা সামাজিক পরিবেশের তোয়াক্কা না করে রাষ্ট্রনৈতিক ফায়দার সূত্রে তোলা হয় তখন নানা সমস্যা দেখা দেয়। দেখা যাক দ্বিতীয় ভাষা বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি ? একজন ব্যক্তি যে এলাকায় বাস করেন সেই এলাকায় তাঁর নিজের ভাষা অর্থাৎ তাঁর মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোনও ভাষা যদি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, এবং ওই ব্যক্তি নিজের ভাষা ছাড়াও সাধারণভাবে ব্যবহৃত বাষাও শিখে নেন, তবে সেই ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা বলা যেতে পারে। বা যদি কোনও এলকোর বিশেষত শিক্ষাগত ক্ষেত্রে বা সরকারি কাজের ক্ষেত্রে কোনও ভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, এবং সেই ভাষা যদি ওই অঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষের মাতৃভাষা না হয়, তবে আপনি সেই ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা বলতে পারেন।

ভাষার এই ব্যাপক ব্যবহার বা 'সাধারণভাবে ব্যবহৃত' বলতে আপদে কী বোঝায়, প্রশ্নটা সেইখানে। ভারতের ক্ষেত্রে সমস্যা খুব বেড়ে যাবে---প্রথমত গোটা দেশজুড়ে কোনও একক ভাষঅকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেব গ্রহণ করবার প্রস্তাব পেশ করা হয় এবং দ্বিতীয়ত, সেই দ্বিতীয় ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এতদিন, ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ভারতের নাগরিকদের কাছে নানা সমালোচনা সত্ত্বেও বহাল কবিয়তে রয়ে গিয়েছে তার প্রধান কারণ ইংরেজি ভাষা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো ছাড়া কোথাও জাতীয় ভাষার মর্যাদা নিয়ে ছাত্রদের ওপর চড়াও হয়নি। কিন্তু হিন্দিকে ভারতের সর্বত্র দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে চালনা হলে সমস্যা আরও একটু জটিল হবে বইকি। তা ছাড়া ইংরেজি ভারতের কোনও প্রদেশের গোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে ভারতের প্রাধান্য পেয়ে আসেনি। কিন্তু হিন্দি দ্বিতীয় ভাষা হলে সেই প্রাধান্য পাবে মূলত কিছু বিশেষ অঞ্চলের মানুষ। এখানে করা প্রয়োজন। সরাসরি তাঁর মন্তব্য তুলে দিচ্ছি, ২০১৭তে প্রকাসিত অখণ্ড 'সাংস্কৃতিকী' থেকে 'বিভিন্ন লোক ভাষা' নিজ নিজ ক্ষেত্রে চলিবে---এগুলি প্রত্যেকটিই ভারতসরকার এখন যা রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিয়েছেন, কেবল হিন্দি এখন একমাত্র রাষ্ট্রভাষা নহে, যদিও হিন্দিকে সরকারি কাজকর্মের ব্যবহৃত ভাষারূপে নিখিল ভারতের সর্বত্র স্থাপিত করবার চেষ্টা চলিতেছে'।

> **এক, ভাষিক পরিবেশের বিচারে একদিকে যেমন ভারতের সর্বত্র হিন্দিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করায় মানুষের অসুবিধে, দুই, হিন্দিকে রাজনৈতিক স্বার্থে জাতীয় ভাষা করে তুলতে চাইলেও রাষ্ট্রীয় স্তরে নানাভাবে রাজনৈতিক অশান্তির আগুন ছড়ানোর সম্ভাবনা।**

পরের স্তবকেই সুনীতিকুমার হিন্দি ভাষা সম্পর্কে লিখেছেন, 'হিন্দি আধুনিক ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা, এবং ইহা উত্তর ভারতের আর্য-ভাষী জনগণের অনেকেরকাছে সহজবোধ্য হইলেও অধিকাংশ লোকের কাছে দুর্বোধ্য। ওই পাতাতেই তিনি আরও বলেছেন---বাংলা, মৈথিলির মতো হিন্দিও একটি প্রাদেশিক ভাষা মাত্র।

ওদিকে হিন্দি বাষা দিবসে স্বরষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ হিন্দি ভাষাকে ভারতের জাতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব দেন। গোটা ভারতকে সূত্রে গাঁথাই ছিল তাঁর এই প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য। তিনি অবশ্য ভারতের সমস্ত ভাষার নিজস্ব গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর টুইট-এ যা বক্তব্য ছিল, তার বাংলা করলে দাঁড়ায়, ভারত বহু ভাষারদেশ এবং প্রতিটি ভাষার নিজস্ব মহত্ব বা গৌবর রয়েছে,কিন্তু পুরো দেশে এক ভাষা হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক যা সমগ্র বিশ্বের কাছে ভারতের পরিচয়ের ধরক হয়ে উঠবে। বর্তমান ভারতকে এক সূত্রে বাঁধার কাজ যদি কোনও একক ভাষা করতে পারে তবে সেই ভাষা একমাত্র হিন্দিই, যা ভারতের সর্বাধিক জনসংখ্যার দ্বারা ব্যবহৃত। ভারতের নানা প্রান্তে প্রতিবাদ শুরু হতেই, শাহ জানান তিনি আঞ্চলিক মানুষের ওপর হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার কথা বলেননি। বরং তিনি নিজ নিজ ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন।

ভারতের ক্ষেত্রে সমস্যাটা একটু বেশিই জটিল। এমনিতেই ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলের দাপটে বাংলা তো বটেই, অন্যান্য ভাষার ছেলেমেয়েরাও কুঁকুড়ে থাকে। হিন্দি ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করলে বাংলাভাষী ছাত্রের কাছে তার নিজের ভাষা হয়ে উঠবে তৃতীয় ভাষা, আর অন্যান্য ভাষার ছেলেমেয়েদের কাছে তাদের নিজের ভাষা হয়ে উঠবে চতুর্থ ভাষা। ধরুন একজন পশ্চিমবঙ্গের কোঁড়াভাষী বাচ্চা ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি হল, সে ইংরেজি পড়বে প্রথম ভাষা হিসেবে। সরকার চাপিয়ে দিলে সে হিন্দি পড়বে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হিসেবে বাংলা ভাষাকে তাকে গুরুত্ব দিতেই হবে, অর্থাৎ তার নিজের ভাষা চলে গেলে চতুর্থ স্থানে। যদি আদৌ তার ভাষা বেঁচেবর্তে থাকে। মহাত্ম গান্ধির 'হিন্দ স্বরাজ' বেরিয়েছিল১৯০৯ সালে। ওই গ্রন্থে তিনি বলেছিলেন, ভারতকে নিজের দেশ বলে দাবি করবারআগে আমাদের উচিত নিজের ভাষার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাকে জাগরুক রাখা। তাঁর মতে ভারতের ক্ষেত্রে একক সর্বজনীন বাষা অবশ্যই হওয়া উচিত হিন্দি বা লেখার ক্ষেত্রে দুটো বিকল্প ব্যবস্থা থাকবে, পারসিক ও নাগরী। এতে হিন্দি মুসলমানের সম্পর্ক হয়তো আরও গভীর হবে। এবং এই ভাষার চয়নে যথাশীঘ্র সম্ভব ইংরেজি ভাষাকে বাতিল করা যাবে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, বাপু হিন্দি নামটা হিন্দুস্তানি ভাষার অর্থে ব্যবহার করতেন, যেখানে তাঁর মাথায় থাকতো হিন্দি এবং উর্দুর মেলবন্ধনের মধ্যে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা। তিনি বলতেন, লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসেবে হিন্দুস্তানিক জাতীয় ভাষার মর্যাদা না দিলে কোনও দিন আমাদের স্বরাজ্যের ভাবনা ফলপ্রসু হবে না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বুধবার আগরতলায় সিপিআই(এম) এক র‍্যালীর আয়োজন করেন। ছবি- নিজস্ব।

মোদির আগমন ঠেকাতে ঢাকায় গণমিছিলের ঘোষণা

মনির হোসেন, ঢাকা মার্চ ৪ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৭ মার্চ নরেন্দ্র মোদির ঢাকায় আগমন প্রতিহত করতে ৬ মার্চ বাদ জুমা বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেট থেকে গণমিছিল কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছে ইসলামী কানুন বাস্তবায়ন কমিটি। এছাড়া সারাদেশের বিভিন্ন জেলার মসজিদে মসজিদে বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। মোদির আগমন ঠেকাতে প্রয়োজনে ভারতীয় দূতাবাস ঘেরাও করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন ইসলামী সমমনা ৪৬ দলের নেতারা। বুধবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন থেকে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এছাড়া কমিটির পক্ষ থেকে কয়েকটি দাবিও উপস্থাপন করা হয়।

সেখানে বলা হয়, ভারতে মুসলিমবিদ্বেষী নাগরিকত্ব আইন পাস, মসজিদে আগুন দেয়ার প্রতিবাদে ও নরেন্দ্র মোদির আগমন প্রতিহত করার লক্ষ্যে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। দিল্লিতে মুসলিমদের চোখে অ্যাসিড ঢালা হয়েছে, অন্ধ অনেকেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার করতে হবে। দিল্লির সহিংসতায় মৃত ৩৪ জনের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দিল্লির সহিংসতায় অমিত শাহ'র ব্যর্থতা ক্ষতিয়ে দেখতে হবে।ভারতের ২০ কোটি মুসলিমকে টার্গেট করা হয়েছে, এটা বন্ধ করতে হবে। দিল্লির মসজিদে আগুন, পতাকা উত্তোলনের বিচার করতে হবে। ৬ মার্চ বাদ জুমা বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেট থেকে গণমিছিল অনুষ্ঠিত হবে এবং সারাদেশের বিভিন্ন জেলার মসজিদে মসজিদে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা। মোদির বাংলাদেশে আগমন ঠেকাতে সমমনা ইসলামী দলগুলো প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতীয় দূতাবাস অভিমুখে ঘেরাও কর্মসূচিও পালন করবে।ইসলামী কানুন বাস্তবায়ন পরিষদের সভাপতি মাওলানা আবু তাহের জিহাদীর সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে ৪৬টি ইসলামী দলের নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী ঐক্য জোটের চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুল লতিফ নেজামী, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আমির মাওলানা জাফরুল্লাহ খান, সম্মিলিত উলামা মাশায়েখ পরিষদের সমন্বয়ক ড় মাওলানা খলিলুর রহমান মাদানী, ইসলামী কানুন বাস্তবায়ন কমিটির মহাসচিব মাওলানা ফয়জুল্লাহ আশরাফী প্রমুখ।

বাংলাদেশ করোনাভাইরাসের উচ্চ ঝুঁকিতে: যুক্তরাষ্ট্র

মনির হোসেন, ঢাকা মার্চ ৪ : নভেল করোনাভাইরাস (কভিড-১৯) সংক্রান্ত উচ্চ ঝুঁকির তালিকায় এবার বাংলাদেশের নাম দেখা গেল। এই তালিকাটি প্রকাশ করেছে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস। গত ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে প্রকাশিত তালিকায় বাংলাদেশের নাম ছিল না।ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল বলা হয়, বাংলাদেশসহ মোট ২৫ দেশ কভিড-১৯ এর উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে।

বাংলাদেশ ছাড়া বাকি ২৪টি দেশ হলো, আফগানিস্তান, অ্যাঙ্গোলা, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, কাজাখস্তান, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, তাজিকিস্তান, ফিলিপাইন, তুর্কমিনিস্তান, উজবেকিস্তান, জাম্বিয়া, জিম্বাবুয়ে, মায়ানমার, কম্বোডিয়া, ইথিওপিয়া, কিরঘিজ প্রজাতন্ত্র, লাও, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যে ২৫টি দেশ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বা উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে তাদের জন্য ৩ কোটি ৭০ লাখ ডলারের জরুরি তহবিল দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও), অন্যান্য বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান এবং ইউএসএআইডির কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী অংশীদারদের পরিচালিত প্রকল্পের জন্য এ তহবিল দেওয়া হচ্ছে।

করোনা-হানায় চিনে মৃত্যু বেড়ে ২,৯৮১, নিউজিল্যান্ডে দ্বিতীয় আক্রান্তের সন্ধান

চিন, ৪ মার্চ (হি.স.): গোটা বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক বিরাজমান। গোটা বিশ্ব কাঁপছে করোনা-আতঙ্কে। করোনাভাইরাসের প্রকোপে চিনে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বুধবার সকাল পর্যন্ত আরও ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে চিনে। অধিকাংশেরই মৃত্যু হয়েছে হুবেই প্রদেশে। নতুন করে ৩৮ জনের মৃত্যুর পর চিনে করোনা-সংক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা ২ হাজার ৯৮১-তে গিয়ে ঠেকেছে।

বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে চিনে আরও ১১৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে সে দেশের ন্যাশনাল হেল্‌থ কমিশন। বুধবার সকালে ন্যাশনাল হেল্‌থ কমিশন জানিয়েছে, সমগ্র চিনে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৮০, ২৭০ জন। সুস্থ হওয়ার পর ৪৯,৮৫৬ জনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

চিনের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশে ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাস। আমেরিকায় নভেল করোনা-ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে মোট ৯ জনের। আক্রান্তের সংখ্যা ২৭। নিউজিল্যান্ডে দ্বিতীয় করোনা-আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। নিউজিল্যান্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, সম্প্রতি উত্তরাঞ্চলীয় ইতালি থেকে অকল্যান্ডে ফিরেছিলেন ৩০ বছর বয়সী একজন মহিলা, ওই মহিলার শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। আপাতত ওই মহিলার চিকিৎসা চলছে।

করোনাভাইরাস আতঙ্কে ওয়ার্ক ফ্রম হোমের নির্দেশ দিল টুইটার

ওয়াশিংটন, ৪ মার্চ (হি. স.) : করোনাভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য কর্মচারীদের ঘর থেকে কাজ বা ওয়ার্ক ফ্রম হোমের নির্দেশ দিল টুইটার। সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়ায় অন্যতম স্তম্ভ টুইটার। ধীরে ধীরে ব্যবহারকারীদের কাছে নিজের কদর বাড়ানোর জন্য নতুন সুবিধা আনছে এই প্ল্যাটফর্ম। মূলত জাপান, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মচারীদের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রায় ৫০০০ জন কর্মচারীদের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারণ এই ভাইরাস আতঙ্কে এই মাসেই বেশ কয়েক জায়গাতে প্রভাব পরেছে টুইটারের উপরেও। টুইটারের হিউম্যান রিসোর্স দফতরের প্রধান জেনিফার ক্রাইস্ট জানিয়েছেন তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনভাবে কর্মচারীদের মধ্যে এই ভাইরাস যাতে ছড়িয়ে না পরে সেদিকে খেয়াল রাখা। তবে শুধু টুইটারই নয় এই একই পন্থা অবলম্বন করতে চলেছে একাধিক নেটওয়ার্কিং সংস্থা। মূলত ফেসবুক,গুগল আমেরিকার একাধিক কনফারেন্স পিছিয়ে দিয়েছে এবং বাতিল করেছে। টুইটারের এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে চলেছে ফেসবুকও। অন্যদিকে, ভারতে আসা ১৫ জন ইতালিয়ান পর্যটকের শরীরে মিলেছে করোনা ভাইরাস। তাদের শরীরে ভাইরাসের উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এইমস। তাঁদের আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। এই নিয়ে ভারতে মোট ২১ জনের শরীরে মিলল এই ভাইরাস।

দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনা-সংক্রমণে মৃত্যু বেড়ে ৩২, গোটা বিশ্বে আক্রান্ত ৯১,৭০০ জন

সিওল, ৪ মার্চ (হি.স.): দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রতি দিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনাভাইরাস-এর সংক্রমণ। করোনায় আক্রান্ত হয়ে বিগত ২৪ ঘন্টায় আরও ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। ফলে মৃত্যুর সংখ্যা গিয়ে ঠেকেছে ৩২-এ। নতুন করে ৫১৬ জনের শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে। সবমিলিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ৫ হাজার ৩২৮।বুধবার সকালে কোরিয়া সেন্টার ফর ডিজিস কন্টোল এন্ড প্রিভেনসন-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৫১৬ জন। গোটা দেশে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ৫,৩২৮ জন। প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৪ জন, মৃতের সংখ্যা ৩২-এ পৌঁছেছে। গোটা বিশ্বে হু হু করে ছড়িয়ে পড়ছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জানিয়েছে, গোটা বিশ্বে বুধবার সকাল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৯১,৭০০। চিন, দক্ষিণ কোরিয়া-সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে মৃতের সংখ্যা ৩,১০০।

করোনাভাইরাস : ১২ বিলিয়ন ডলার দিচ্ছে বিশ্বব্যাঙ্ক গ্রুপ

ওয়াশিংটন, ৪ মার্চ (হি.স.): বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। সংক্রমণের পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যাও প্রতিদিনই বাড়ছেউ পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ! বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী-গোটা বিশ্বে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে ইতিমধ্যেই ৩,১০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা ৯১,৭০০উ এমতাবস্থায় করোনাভাইরাস-এর বিরুদ্ধে লড়তে ১২ বিলিয়ন ডলার জরুরি সহায়তা ঘোষণা করেছে বিশ্বব্যাঙ্ক গ্রুপউ বিশ্বব্যাঙ্ক-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোভিড-১৯-এর জেরে স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলার জন্য তাতণিক ১২ বিলিয়ন ডলার সহায়তা করছে বিশ্বব্যাঙ্ক গ্রুপ।

বিশ্বব্যাঙ্ক গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাস জানিয়েছেন, আমরা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে দ্রুত সহায়তা করার চেষ্টা করছি, কোভিড-১৯ মোকাবিলা করার জন্যউ এই প্যাকেজের মধ্যে জরুরি অর্থ সহায়তা, কৌশলগত পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সহায়তাও রয়েছেউ উল্লেখ্য, করোনাভাইরাস ইতিমধ্যেই চিনের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছেউ করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে চিনে ইতিমধ্যেই ২,৯৮১ জনের মৃত্যু হয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃতের সংখ্যা ৩২, আমেরিকাতেও ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

করোনা-আতঙ্ক! এ বছর হোলি মিলন উৎসবে অংশ নেবেন না মোদী

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস-এর সংক্রমণ রুখতে বিশেষ সিদ্ধান্ত নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মতো এ বছর হোলি মিলন উতবে অংশ নেবেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নিজেই টুইট করে নিজের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে বিশেষজ্ঞরা জন সমাগম কমানোর পরামর্শ দিয়েছেন। সেই কারণে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এ বছর আমি হোলি মিলন উতবে অংশ নেব না।

ছয়ের পাতায়

ভারতের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন, ঢাকা মার্চ ৪ :বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ভারতের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক, দাসত্বের নয়। বুধবার ঢাকা ধানমন্ডির আওয়ামি লিগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের দুই জেলা নেতাদের হাতে সদস্য ফরম ও গঠনতন্ত্র তুলে দেয়ার সময় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান মিত্র দেশ ভারত। কাজেই ভারতকে বাদ দিয়ে মুজিব বর্ষ পূর্ণতা পায় না। এখন যারা মোদির বাংলাদেশে আসার বিরোধিতা করছেন, তারাই ভারতের সঙ্গে দাসের মতো আচরণ করেন। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ভারতে গিয়ে পানির ন্যায্য হিস্যা আলোচনা করতে ভুলে গিয়েছিলেন। সেই দলটির নেতারা ভারতের নেতাদের খুশি করতে দাসের মতো আচরণ করেন। এখন তারা কেন মোদির বিরোধিতা করছেন? মুজিববর্ষে মোদির আগমনে যারা বিরোধিতা করছেন, তারা প্রকারান্তরে মুজিববর্ষেরই বিরোধিতা করছেন। বঙ্গবন্ধু এখন দেশে-বিদেশ আপন মহিমায় উদ্ভাসিত বাংলাদেশের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক অবিসংবাদিত নেতৃত্ব, সেটা পরিষ্কার। জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের দলের সদস্য না করতে তৃণমূল নেতাদের নির্দেশ দিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, দাগি, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, ভূমিদস্যু, মাদক ব্যবসায়ী এবং মাদকাসক্তরাও আওয়ামি লিগের সদস্য হতে পারবে না মর্মে তৃণমূল নেতাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আমরা সার্কুলারের মাধ্যমে নির্দেশনা পাঠিয়ে দিয়েছি। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আওয়ামি লিগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য মতিয়া চৌধুরী, জাহাঙ্গীর কবির নানক, দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সবুর, ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, উপ-দপ্তর সম্পাদক সায়েম খান, কার্যনির্বাহী সদস্য আরিফুর রহমান প্রমুখ।

করোনা ত্রাসের মধ্যেই সোয়াইন ফ্লু আতঙ্ক! মেরঠে সংক্রমিত ৮১ জন

মেরঠ, ৪ মার্চ (হি.স.): করোনা ত্রাসের মধ্যেই এবার সোয়াইন ফ্লু আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। উত্তর প্রদেশের মেরঠে জাঁকিয়ে বসল সোয়াইন ফ্লু। মেরঠে বুধবার সকাল পর্যন্ত সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছেন ৮১ জন। ৮১ জনের মধ্যে ২০ জন পিএসি জওয়ান। তাঁদের মধ্যে ১১ জন পিএসি জওয়ানকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মেরঠের চিফ মেডিক্যাল অফিসার (সিএমও) জানিয়েছেন, মেরঠে এখনও পর্যন্ত ৮১ জনের শরীরে সোয়াইন ফ্লু ধরা পড়েছে, তাঁদের মধ্যে ২০ জন পিএসি জওয়ান। হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ১১ জন পিএসি জওয়ানকে। বাকি ৯ জন পিএসি জওয়ানকে আগামী ৫ দিনের মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এযাবৎ ৩৮৭ জনকে সোয়াইন ফ্লু সংক্রমিত সন্দেহে পরীক্ষা করা হয়েছে।

অসমে বসবাসকারী মেইতেই মণিপুরিরা আদি বাসিন্দা, তাঁরা খিলঞ্জিয়া, সোনাইয়ে বলেছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন্দ্র

সোনাই (অসম), ৪ মার্চ (হি.স.) : ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি অসমেও সুদীর্ঘকাল থেকে বিশাল সংখ্যক মণিপুরি মেইতেই সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস। তাই অসমে বসবাসকারী মণিপুরিরা এই রাজ্যের আদি এবং স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁরা প্রকৃত খিলঞ্জিয়া, ভূমিপুত্র। আজ বুধবার কাছাড় জেলার সোনাই বিধানসভা এলাকার লামারগ্রামে "বিশ্ব মেইতেই সম্মেলন ২০২০"-এ প্রধান অতিথির ভাষণে মণিপুরি সমাজের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের ওপর বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন তিনি। ওই সমাবেশেই একাংশ অসমিয়ার ভ্রম দূর করার প্রচেষ্টা করে মেইতেই মণিপুরিদের অসমের প্রকৃত খিলঞ্জিয়া জনগোষ্ঠী বলে ব্যাখ্যা করেন বিজেপি নেতৃত্বাধীন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন্দ্র সিংহ।

এছাড়া অসম সরকারের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং পরীক্ষায় মণিপুরি ভাষার অনুমোদন দেওয়ার আহ্বান জানান মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন্দ্র সিংহ। পান মেইতেই অবজারভেশন অ্যান্ড অসম মণিপুরি প্রগ্রেসিভ ফ্রন্ট আয়োজিত দুদিন ব্যাপী "বিশ্ব মেইতেই সম্মেলন-২০২০"-এ ভাষণ দিতে গিয়ে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অসমে বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ প্রক্রিয়ার পরীক্ষায় বড়ো এবং অন্য ভাষার সঙ্গে মেইতেই মণিপুরি ভাষায় যাতে পরীক্ষা গ্রহণ করানো হয় এর জন্য তিনি অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে অনুরোধ জানাবেন। মণিপুরি (মেইতেই) ভাষা ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং মণিপুর রাজ্যের রাজ্য ভাষা। মণিপুরে মণিপুরি মেইতেই ভাষায় স্নাতকোত্তর পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। তাই চাকরি সংক্রান্ত পরীক্ষার ক্ষেত্রে অসমেও মণিপুরি ভাষার স্থান দেওয়া উচিত বলে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য পেশ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে মণিপুরে শান্তি বিরাজ করছে। কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা সংগঠিত হয় না বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর রাজ্যের আপামর মানুষ উন্নয়নের পক্ষে। এর জন্য রাজ্যে উন্নয়নের গতি বেড়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

সভা মঞ্চ থেকে নামার পর সাংবাদিকদের নান প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন্দ্র সিংহ। এক জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন, এনআরসি এবং এনপিআর বলবৎ করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তাতে তাঁর কোনও ধরনের আপত্তির অবকাশ নেই। অসমে "অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফা" কার্যকর হলে ইনার লাইন চালু করার কোনও প্রয়োজন নেই বলেও মত ব্যক্ত করেন তিনি।

আজকের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী প্রবীণ বিজেপি নেতা কবীন্দ্র পুরকায়স্থ, কাছাড়ের জেলাশাসক বর্ণালী শর্মা, মেইতেই মণিপুরি সংস্থার চেয়ারম্যান হেইগ্রুজিয়াম নবশ্যাম, এম এন পামাধব সিনহা, পুকরামাবাং শ্যামল, নবকুমার সিনহা-সহ বাংলাদেশ, মায়ানমারের মেইতেই মণিপুরি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দল।

আতঙ্ক কাটল ! নয়ডার ৬ জনের শরীরে মিলল না করোনাভাইরাস

নয়ডা, ৪ মার্চ (হি.স.): ভয় পাওয়ার কোনও দরকার নেইউ উত্তর প্রদেশের নয়ডায় যে ৬ জনের শারীরিক পরীক্ষার নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল, তাঁদের শরীরে করোনাভাইরাস পাওয়া যায়নিউ বুধবার সকালে উত্তর প্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগর জেলার জেলাশাসক এমনটাই জানিয়েছেনউ জেলাশাসক বি এন সিং জানিয়েছেন, নয়ডা থেকে যে ৬ জনের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল, তাঁদের শরীরে করোনাভাইরাস পাওয়া যায়নিউ তবে, আগামী ১৪ দিন বাড়িতে পৃথক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁদেরউ যদি লক্ষণ ফের ধরা পড়ে, তাহলে পুনরায় নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবেউ সরকার ও প্রশাসনের নজর রয়েছে, আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই।

নয়ডা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, যে ৬ জনের নুমনা পরীক্ষা জন্য পাঠানো হয়েছিল তাঁরা দু'টি পৃথক পরিবারের সদস্যউ ওই ৬ জন হলেন-স্বামী-স্ত্রী ও তাঁদের ১২ বছরের ছেলে এবং একজন মহিলা, তাঁর ১২ এবং ৫ বছর বয়সি দু'টি সন্তানউ করোনা-আতঙ্কে নয়ডায় বন্ধ রয়েছে স্কুলউ যদিও, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্কুল বন্ধ করার কোনও নির্দেশিকা জারি করা হয়নিউ জেলাশাসক জানিয়েছেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্কুল বন্ধ রাখার কোনও নির্দেশিকা জারি করা হয়নি।

নোটিশ কপি সরবরাহ করেনি সিট, তাহিরের আগাম জামিন-আর্জি পিছোল

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি.স.): বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) এখনও পর্যন্ত বহিষ্কৃত আম আদমি পার্টি (আপ)-র কাউন্সিলর মহম্মদ তাহির হুসেনের আগাম জামিন-আর্জি সংক্রান্ত নোটিশের কপি সরবরাহ করেনিউ তাই বুধবার তাহিরের আগাম জামিনের আর্জি পিছিয়ে দিল দিল্লির করকরদুমা আদালতউ তাহিরের আগাম জামিন-আর্জি নিয়ে এবার শুনানি হবে বৃহস্পতিবার, ৫ মার্চ।

আইবি অফিসার অঙ্কিত শর্মাকে খুনের মামলায় অভিযুক্ত আপ কাউন্সিলর তাহির হুসেনউ তাহিরের বিরুদ্ধে

ছয়ের পাতায়

দিল্লি-হিংসা নিয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার : প্রহ্লাদ যোশি

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি.স.): উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক ঘটনা নিয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারউ বুধবার লোকসভায় এ কথা জানালেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশিউ সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী ১১ মার্চ লোকসভায় এবং ১২ মার্চ রাজ্যসভায় দিল্লি-হিংসা নিয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে সরকারউ গত সোমবার থেকে শুরু হয়েছে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় ভাগউ প্রথম দিন থেকেই উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক ঘটনা নিয়ে সরকারের উপর চাপ বাড়াচ্ছে বিরোধীরাউ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগের দাবিতে সরব কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি।

গত দু'দিনের মতো বুধবারও দিল্লি-হিংসা নিয়ে উত্তাল হয় লোকসভা ও রাজ্যসভাউ বিরোধীদের তুমুল হই হট্টোগোলের কারণে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয় লোকসভার অধিবেশনউ লোকসভার পাশাপাশি রাজ্যসভাতেও হাঙ্গামা করেন রাজ্যসভার সাংসদরাউ ফলে দিনের মতো মুলতুবি করে দেওয়া হয় রাজ্যসভার অধিবেশনউ দিল্লি-হিংসা নিয়ে বিরোধীদের তুমুল হই হট্টোগোলের প্রেক্ষিতে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি বলেছেন, 'আগামী ১১ মার্চ লোকসভায় এবং ১২ মার্চ রাজ্যসভায় দিল্লি-হিংসা নিয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে সরকারউ।

শুধুমাত্র সংসদের ভিতরে নয়, বাইরেও দিল্লি-হিংসা ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগের দাবিতে সরব হয় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিউ বুধবার সকালে সংসদ চত্বরে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে দিল্লি-হিংসা এবং অমিত শাহের পদত্যাগের দাবিতে প্রতিবাদ দেখান বাম-সাংসদরাউ এদিকে, দিল্লি-হিংসা, কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীর অফিসে ভাঙচুর ও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে বুধবার কংগ্রেসের লোকসভার সরাংসদদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী।

বুধবার আগরতলায় আমরা বাঙালির সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

ছোটদের কোষ্ঠকাঠিন্য

।। ডাঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তী।।

শিশুদের গ্যাস্ট্রো এন্টোরোলজি ক্লিনিকে যেসব শিশু দেখাতে আসে তাদের মধ্যে ১০-২৫ শতাংশ বাচ্চারাই ভুগছে কোষ্ঠকাঠিন্যে। সুস্থ শিশুদের পায়খানা নিয়মিত হয়। এই কনস্টিপেশন বহুদিন ধরে (দুসপ্তাহের বেশি) হলে পেট ব্যথা থাকবে বহুদিন, পায়খানায় দুর্গন্ধ থাকবে, পায়খানা ঠিকভাবে করতে পারবে না, মানসিকভাবে থাকবে আর ব্যবহারগত সমস্যা হলে জীবনের সুন্দর গুণকেই নষ্ট করে দেবে।

কোষ্ঠকাঠিন্য হচ্ছে মাঝে মাঝে পায়খানা হওয়া, খুব ব্যথা হওয়া, পায়খানার সময়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মলের পরিমাণ অনেক বেশী থাকে, খুব শক্ত থাকে, এবং খুবই ব্যথা হয় সেই পায়খানা করতে। যাদের বহুদিন ধরে কোষ্ঠকাঠিন্য হচ্ছে এরা :-

দুবার বা তার কম পায়খানা করে প্রতি সপ্তাহে যারা পায়খানায় নিয়মিত যায় তাদের পায়খানা বেরিয়ে আসে মাঝে মধ্যে, পায়খানা আটকে রাখা, এমনভাবে থাকা যাতে পায়খানা না হয়, খুব শক্ত এবং পায়খানা করবার সময়ে ব্যথা হয়, বা রেকটাম এ জমে থাকা, বেশি পরিমাণে মল থাকলে তা বেরিয়ে আসতে পারে না সহজভাবে। শক্ত পায়খানা হল খুব কঠিন হয় তাকে ঠেলে বাইরে নিয়ে যাওয়া, জোর করলে যা ব্যথায় পরিণত হয় এবং পায়খানা বেরিয়ে আসে। পায়খানায় অন্ত্র ফুলে যায়। বেশি পরিমাণে তরল হতে আর না হওয়া পায়খানা জন্মে থাকে। এর জন্যে পায়খানার রাস্তায় ফাটল দেখা যায়, এবং অল্প অল্প ব্যথা হয়েও পায়খানা হয়। এই ভয়ঙ্কর অবস্থাকে বলা হয় পায়খানা যাবার আতঙ্ক, যে পায়খানা জমে জায়গা. একটি মন্ড হয়ে যায়। এসব সমস্যা থাকলে বাচ্চাকে শেখানো অসম্ভব কি করে সহজভাবে পায়খানা করা যায়।

পায়খানা বেরিয়ে আসা অল্প অল্প — পায়খানা করার রিফ্লেক্স তো স্বাভাবিকভাবে সবারই থাকে। বহুদিন পায়খানা জমে থাকলে অন্ত্র বড় হয়ে যাবে আর এমনি অন্ত্র বড় হয়ে হবে। যার জন্যে কিছু কিছু পায়খানা এমনি এমনি বেরিয়ে আসে। অবস্টিপ্যাশন হল যখন পায়খানা বা পেটের ব্যথা বেরোতে পারে না, যার কারণ হয়ত কোন অবস্টিপ্যাশন হয়ে আছে।

এমনি এমনি কোষ্ঠকাঠিন্য — প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ শিশুদের আমরা দেখি যে এই ধরনের কোষ্ঠকাঠিন্য (অন্যান্য রোগ বাদ দিয়ে) হচ্ছে স্কুলে যাবার বয়সে। এর কারণ হচ্ছে পায়খানা আটকে রাখা। কারণ হয়তা আগের বার ব্যথা হয়েছিল, স্কুলে প্রাকৃতিক কাজ করার সুযোগ না পাওয়া বা মাস্টারমশাই বাইরে যেতে দেন না বাচ্চাদের পায়খানা করার জন্য এবং একের মধ্যে এই ধরনের চেহারা আসে যা দেখলেই বোঝা যায় যে সে পায়খানা আটকে রেখেছে।

প্রিম্যাচিওর বাচ্চাদের দেখা যায় ঠিকমত খাবার না দেওয়া হলে, আর ফাইবার কম থাকলে।

সঠিকভাবে না খাওয়ানো, ফর্মুলা দুধ খাওয়ানো, থাইরয়েড কম কাজ করবে, হার্শপ্রাং রোগ, নীচের দিকে পায়খানায় নালিতে সমস্যা (যেখানে পায়খানার রাস্তা সামনের দিকে থাকে), মেরুদন্ডে গন্ডগোল, মেকোনিয়াস প্লাগ সিনড্রোম, বা প্যানক্রাসের ভেতরে বা তলপেটে টিউমার থাকে।

বড় বাচ্চাদের ঠিকভাবে আলাদা খাবার সময় মতো না দিলে, থাইরয়েড কম কাজ করে, হার্শপ্রাং রোগ, এমনি এমনি বা মানসিক রোগ থাকলে, যদি অন্ত্র অস্থির থাকে (কোষ্ঠকাঠিন্য হয় এমনভাবে), জন্মের পরে যদি হাইপাক্সিক সেরিব্র্যাল পালসি, মানসিকভাবে কম বুদ্ধি, পেটে ব্যথা কমানোর ওষুধ), কফসিরাপ, ডিনক্রিস্টিন বা ডিনব্লাস্টিন খেলে, এই সমস্যা হতে পারে।

রেভ ফ্ল্যাগ বলার বুঝি বিশেষ কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য, যখন বাচ্চারা সঠিকভাবে বড় হয় না, পেট ফুলে থাকে, পিঠের যে বাঁকানো ভাব থাকে তাহলেই, স্যাক্রা.. হাড়ের অনুপস্থিতি, চ্যাপ্টা ., সামনের দিকে মলদ্বার, খানি .. টাইট থাকা, আঙুল দিলে প্রচুর পরিমাণে জল ও পায়খানা বেরিয়ে আসা এবং ক্রিম্যারিক রেফার না থাকা, নীচের পায়ে দুর্বলতা ইত্যাদি থাকতে পারে। ভাল করে ইতিহাস জানতে হবে, পরীক্ষা করে দেখতে হবে যার মধ্যে ৫ শতাংশ এর নীচে কোন পরীক্ষার দরকার পড়ে না। পেটের একটা এক্সরে করে দেখা যায় যে অন্ত্র পায়খানা ভর্তি হয়ে আছে। বেরিয়াস ইনিমা করা হয়।

আমরা যেন না ভুলি যে থাইরয়েডের গ্ল্যান্ড কম কাজ করলে, ডায়াবেটিস মেলিটাস, বিষক্রিয়া মিলিয়াকে রোগ বা ক্যালমিহাম বেশি হবার কি করা উচিত।

কি করা উচিত — দেখতে হবে যে কোন বিশেষ রোগ নেই, থাকলে চিকিৎসা করতে হবে, খাদ্য, জল বা তরল পদার্থ ঠিকমতো খাওয়ানো, ব্যায়াম করানো, এবং পায়খানা করবার অভ্যেস করানো, ওষুধপত্র, পায়খানাকে ভেঙে আনতে হবে, ঠিকভাবে দেখা শোনা করা যেন ভবিষ্যতে এরকম সমস্যা আর না হয়। ব্যবহারের শিক্ষা, বাড়িতে শিক্ষা দেওয়া এবং আবার শিক্ষা দেওয়া।

ফাইবার যেন দুবছর বয়সের ওপরেই খাওয়ানো হয় তার ডোজ হবে ৫ গ্রাম যেন এর মধ্যে যুক্ত থাকেন।

এই সকল বাচ্চাদের মাসে মাসে, তারপর তিনমাস অন্তর তারপর বছরে একবার ফলোআপ করে দেখতে হবে।

কিছু কিছু বাচ্চার বারবার কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, যা কোন ওষুধেই কাজ করে না, তাদের যেন ভাল করে সমস্ত পরীক্ষা করে চিকিৎসা করানো হয়।

করোনা ভাইরাস ঠেকানোর পরামর্শ অনুপম খেরের

মুম্বই- করোনা ভাইরাস আতঙ্কে ভুগছে সারা বিশ্ব। বুধবারই ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে ২৮-এ। এখনও পর্যন্ত সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন ৩ হাজার ১১৯ জন। তাই স্বাভাবিক ভাবেই করোনা ঘিরে তৈরি হয়েছে তীব্র আতঙ্ক। অভিনেতা অনুপম খের এবার করোনা নিয়ে মানুষকে সতর্ক করলেন।অনুপম খের এদিন একটি ভিডিও টুইট করেন। ক্যাপশনে লেখেন, আমাকে অনেকেই বলছেন ইনফেকশন এড়াতে ভালো করে সবসময়ে হাত ধুতে। আমি সেটা এমনিতেই করি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি সেই পুরনো দিনের ভারতীয় সংস্কৃতি হাত জোড়ে নমস্তে বলতে পরামর্শ দেব। এটি পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখে, বন্ধুত্বপূর্ণ ও শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে।তবে শুধু করোনা ভাইরাসের জন্য নয়। অনুপম খের বহুদিন ধরেই করমর্দনের বদলে হাতজোড় করে অভিবাদন করার পক্ষে। তাঁর দাবি অন্যের সঙ্গে করমর্দন করার থেকে নিজে হাত জোড় করে বলা অনেকটাই নিরাপদ। করোনাভাইরাস এড়াতে পারে এই অভ্যেস।অনুপম খের বলছেন, বন্ধুরা, করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে ভরা এই পরিবেশে করমর্দন নয়, কিন্তু সেই পুরনো দিনের নমস্কার করার দিনেই ফিরে যাওয়াই ভাল। নিজের হাতদুটিকে এক জায়গায় রাখুন। এতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ও কম হবে।০১৯-এর শেষের দিকে প্রথম চিনের উহানে ছড়িয়ে পড়ে এই মারণ ভাইরাস। আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে সেই ভাইরাস।

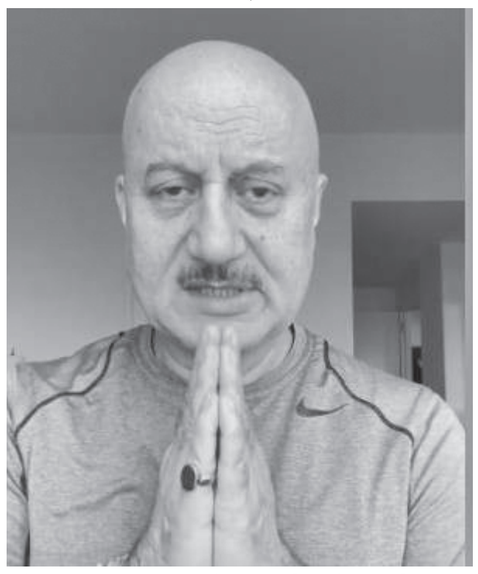

এখন ভারতও করোনা ভাইরাসের কবলে। দিল্লি, কেরালা, তেলেঙ্গানা ও রাজস্থানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের খোঁজ ইতিমধ্যে মিলেছে। তাই রাজ্যগুলিতে ইতিমধ্যেই সতর্কতা জারি হয়েছে।গোটা দেশ জুড়ে করোনা ভাইরাস নিয়ে তটস্থ সবাই। এরই মাঝে গোটা দেশবাসীকে করোনা ভাইরাস নিয়ে সতর্ক করলেন অভিনেতা অনুপম খের।ট্যুইটে অনুপম খের ভিডিও বার্তা দিয়ে জানান, ''করোনা ভাইরাসের থাবা এখন ভারতেও।এই ভাইরাস থেকে আমাদের বাঁচতে হবে।তাই আমরা এতদিন যেভাবে আলাপ চারিতা শুরুর সময় হ্যান্ডশেক করতাম। সেই অভ্যাস বদলে ফেলুন, বরং হাতজোর করে নমস্কার করাটাকেই অভ্যাস করে তুলুন।''করোনা নিয়ে নতুন করে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে দেশে। কয়েকদিন আগেই কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, ''ভারত করোনা মুক্ত''।কিন্তু কদিন যেতেই ফের নতুন করে করোনা আক্রান্তের খবর মিলেছে ভারতে।একটি বিবৃতি জারি করে এখবর জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। শুধু দিল্লি নয়, করোনা আক্রান্ত একজনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তেলঙ্গানাতেও।বর্তমানে দুজনেই সুস্থ আছেন।

কেন কেউ বিয়ে করছে না ক্যাটরিনাকে?

অনুষ্কা শর্মা, বিরাট কোহলি বলিউডি বিয়ের ট্রেন্ড শুরু করেন। তারপরে দীপিকা-রণবীর, প্রিয়ঙ্কা-নিক, সোনম-আনন্দ একে একে গাঁটছড়া বেঁধেছেন। এই মুহূর্তে আলিয়া ভাট ও রণবীর কপুরের বাগদান নিয়েও জোর জল্পনা চলছে। কিন্তু বিয়ে থেকে হাজার মাইল দূরে থাকছে একটা নাম- ক্যাটরিনা কাইফ। সম্প্রতি ক্যাটরিনা বলেন, ''''সবাই বিয়ে করছে। আর আমি যেন বলছি.. দাঁড়াও। আমাকে পিছনে ফেলে যেও না।'''''ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে সালমন খান ও রণবীর কপূরের সম্পর্ক অজানা নয়। সালমনের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যেতে যেতেই রণবীরের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তিনি। দীর্ঘ সময় একসঙ্গে থাকার পরেও সম্পর্ক ভেঙে দেন রণবীর। সেই ধাক্কা সামলাতে ক্যাটরিনাকে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল বলেও জানান তিনি। কিন্তু তারপরে আর কাউকে মনে ধরেনি ক্যাটরিনার।প্রাক্তন প্রেমিক সালমন বন্ধুত্বের হাত বাড়ালেও ক্যাটরিনার রিলেশনশিপ স্টেটাস ''সিঙ্গল''-ই রয়ে গেছে। কন্তু তারপরে আর কাউকে মনে ধরেনি ক্যাটরিনার।প্রাক্তন প্রেমিক সালমন বন্ধুত্বের হাত বাড়ালেও ক্যাটরিনার রিলেশনশিপ স্টেটাস ''সিঙ্গল''-ই রয়ে গেছে। প্রসঙ্গত, এক সময়ে ক্যাটরিনা ও আলিয়া পরস্পরের প্রিয় বন্ধু হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সেই আলিয়াই ক্যাটরিনার প্রাক্তন প্রেমিক রণবীরের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন। এবং এই বছরেই হয়তো তাঁরা বাগদান সেরে ফেলবেন বলে বলিউড মহলে শোনা যাচ্ছে।

অমিতাভের নাতনিও জড়িয়ে পড়েছেন সম্পর্কে ! কার সঙ্গে জানলে চমকে যাবেন

শাহরুখ খানের বড় ছেলে আরিয়ান খান এবং শ্বেতা বচ্চনের মেয়ে নভ্যা নভেলি নন্দা ভাল বন্ধু। এই দুই স্টার কিডের সম্পর্ক বন্ধুত্বের থেকেও কিছু বেশি কি? এ নিয়ে ইন্ডাস্ট্রির অন্দরেই জল্পনা রয়েছে।কিন্তু সে প্রসঙ্গে কখনওই প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি তাঁরা। কিন্তু এ বার আরিয়ান নন, শোনা যাচ্ছে অন্য এক স্টার কিডের সঙ্গে ডেট করছেন নভ্যা! তিনি কে জানেন?বেশ কিছু দিন আগে এক রহস্যজনক ব্যক্তির সঙ্গে মুম্বইতে দেখা গিয়েছিল নভ্যাকে। সেই ব্যক্তি পাপারাত্জিদের ক্যামেরার সামনে নাকি টি শার্ট দিয়ে মুখ আড়াল করেছিলেন।

ইন্ডাস্ট্রি সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তি হলেন মিজান জাফরি। বলি অভিনেতা জাভেদ জাফরির ছেলে মিজানের সঙ্গেই নাকি এখন ডেট করছেন নভ্যা!মার্কিন মুলুকে পড়াশোনার জন্য থাকেন নভ্যা। মুম্বইতে এলে নভ্যাকে ঘোরানোর দায়িত্ব নাকি মিজানের। যদিও মিজান খুব একটা ক্যামেরার সামনে আসতে নাকি পছন্দ করেন না।মিজান নাকি অভিনয় নিয়েই কেরিয়ার তৈরি করতে চান। সেই লক্ষ্যে নিজেকে তৈরি করছেন। অন্য দিকে পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত নভ্যা। এই মুহূর্তে বলি ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর কাজ করার কোনও সম্ভাবনার কথা শোনা যায়নি। যদিও বিশেষ বন্ধুত্বের ব্যাপারে নভ্যা বা মিজান কেউই প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি।

ধর্মেন্দ্রর থেকেও বেশি সুপুরুষ ববি দেওলের ছেলে ! প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটিজেনরা

ধর্মেন্দ্র যে অত্যন্ত সুপুরুষ তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। একটা সময় হিন্দি ছবির জগতে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন তিনি। তাঁর পৌরুষত্ব দেখে প্রেমে পড়েছেন খোদ ''ড্রিম গার্ল'' হেমা মালিনীও। তখন থেকেই একসঙ্গে রয়েছেন তাঁরা। ধর্মেন্দ্র আগের পক্ষের ছেলে ববি ও সানি দেওলের হ্যান্ডসামনেস নিয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু ববির ছেলেও যে একই রকম হ্যান্ডসাম তা জানতেন না কেউই। এমনকি অনেকেই বলছেন ধর্মেন্দ্রর থেকেও সুপুরুষ দেখতে ববির ছেলেকে।সম্প্রতি ছেলে আর্য্যমানের জন্মদিনে তাঁর সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করেছেন ববি। ববি ও তানিয়া দেওলের ছেলে আর্য্যমান। গত বছরই ১৮ বছরে পা দিয়েছেন তিনি। উচ্চশিক্ষার জন্য মার্কিন মুলুকে রয়েছেন তিনি। ২০১৮ সালের আইফা অ্যাওয়ার্ড সেরিমনিতেই প্রথমবার পাপারাতজির ক্যামেরায় ধরা পড়েন তিনি। এছাড়া ক্যামেরার সামনে তেমন আসতে পছন্দ করেন না আর্য্যমান।সানি দেওলের ছেলে করণ দেওল ইতিমধ্যেই বলিউডে অভিষেক করে ফেলেছেন। এবার জল্পনা শোনা যাচ্ছে, করণের মতোই আর্য্যমানও কি খুব তাড়াতাড়িই বলিউডে পা রাখতে চলেছেন। তবে এই বিষয়ে এখনও মুখ খোলেননি ববি বা ধর্মেন্দ্র কেউই।২৭ জানুয়ারি আর্য্যমানের জন্মদিন উপলক্ষে এই ছবিটি শেয়ার করেছেন ববি দেওল। তারপরেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। প্রযোজক নিখিল দ্বিবেদী ছবিতে কমেন্ট করেন, 'এই ছবিটা দেখার আগে ভাবতেও পারিনি যে ধর্মেন্দ্রর মতো বা ধর্মেন্দ্রর থেকেও বেশি সুপুরুষ কেউ আছে ভূভারতে।'

৩৩ বছর পর আবার রাম-সীতা-লক্ষ্মণ একসঙ্গে টেলিভিশনে

নজরবন্দি ব্যুরোঃ দূরদর্শনের পর্দায় রামানন্দ সাগরের জনপ্রিয় ধারাবাহিক রামায়ণ সবার কাছে ভালোলাগার অন্য মাত্রা স্পর্শ করেছিল। প্রতি রবিবার সকালে পাড়ার মোড়, ড়াশটাঘাট, এমনকি এলাকা সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে যেত। রাম ,সীতা ,লক্ষ্মণ এই তিনটি চরিত্র বেশ সবার কাছের চরিত্রতে পরিণত হয়েছে।সবার কাছে অরুণ গোভীল ই হলেন রাম। স্মৃতিতে এখনও মলিন হয়নি রামায়ণ। আবার তিনজনকে একসঙ্গে দেখতে পাবে দর্শকরা, রামায়ণ নয় সোনি টিভির জনপ্রিয় শো দ্য কপিল শর্মা শো তে আসছেন তাঁরা।আগামী শনিবার রাত সাড়ে ৯ টায়।এরফলে দর্শকদের কাছে সোনালী স্মৃতি রোমন্থনের সুযোগ থাকছে। ৩৩ বছর পরে ফের একসঙ্গে একই পর্দায় দেখতে পাওয়া যাবে রাম - সীতা- লক্ষ্মণকে।

ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই ও বাঙালি স্ত্রী সুতপা শিকদারকে নিয়ে মুখ খুললেন ইরফান

নিজস্ব প্রতিবেদন : একবছরেরও বেশি সময় হল ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করছেন ইরফান খান। লন্ডনে দীর্ঘসময়ের চিকিতসার পর আপাতত কিছুটা সুস্থ ইরফান (জ্জন্ত্রথদ্র জ্জন্তুদ্র)। তবে লড়াই এখনও থামেনি। তারই মাঝে কাজ করেছেন ''আংরেজি মিডিয়াম'' (জ্জদ্রত্থ প্তত্রত্থন্দ্ব) ছবিতে, যেটি আগামী ২০ মার্চ মুক্তি পেতে চলেছে। তবে এত সবের মাঝেও ইরফানকে নিজের চিকিতসা চালিয়ে যেতে হয়েছে। কান্সারের সঙ্গে তাঁর এই লড়াইয়ে স্ত্রী সুতপা শিকদার ও সন্তানদের পাশে থাকা নিয়ে সম্প্রতি মুখ খুলেছেন ইরফান খান।সম্প্রতি ''মুম্বই মিরর''-কে দেওয়া সাক্ষাতকারে ইরফান বলেন, ''''জীবনের এই চড়াই উতরাই, চিরকাল তাঁর স্মরণে থাকবে। জীবনের সুখের সময়গুলো সবসময় আন্ডারলাইন করা থাকে, কারণ সেগুলি সহজাতভাবেই অনিশ্চিত। আমরা জীবনে কান্নার থেকেই হাসিই বেশি। জীবনে তুমি ঠিক কী চাও, তারজন্য জন্য একটু বাছাই করতেই হয়, সবটা পাওয়া যায় না। ভয়ঙ্কর উতকণ্ঠার মধ্যে জীবন কাটিয়েছি, তবে সেগুলি সামাল দেওয়ার জন্য আমার পাশে সবসময় কেউ ছিল। জীবনে সবসময়ই এক্কা দোক্কা খেলতে খেলতেই এগোতে হবে।''''স্ত্রী সুতপা শিকদারের সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইরফান বলেন, ''''সুতপা সম্পর্কে কোনটাই বা বলবো? ও তো ২৪/৭ ঘণ্টা আমার পাশে ছিল। আমি যদি আবার জীবন ফিরে পেয়ে থাকি তাহলে বলতে হয়, সেটা ওর যত্নের খামের মতো আমায় ঢেকে রাখার কারণেই সম্ভব হয়েছে। আমি ওর জন্যই জীবন ফিরে পেয়েছি। আমার বেঁচে থাকার কারণই ও।''''প্রসঙ্গত, এবছরই এপ্রিল মাসে নিজের ফেসবুক পেজে সুতপা শিকদার লিখেছেন, ''''এই বছরটা আমাদের জীবনের সবথেকে দীর্ঘ বছর। যন্ত্রণা, কষ্ট দিয়ে সময়কে কখনওই পরিমাপ করা যায় না। আমরা আবার নতুন করে জীবনে ফিরছি, কাজে ফিরছি। আমাদের বন্ধু ও আত্মীয় এমনকি বহু অচেনা মানুষও আমাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন আমি অভিভূত। তাঁদের জন্যই আমরা নতুন জীবনে ফিরতে পেরেছি।'''' প্রসঙ্গত ২০১৮ সালে ইরফান খানের নিউরো এন্ড্রোক্রাইন টিউমারে আক্রান্ত হওয়ার খবর মেলে। যা একপ্রকার ক্যান্সারের আকার নেয় বলেই জানা যায়।প্রসঙ্গত, সুতপা শিকদারের সঙ্গে ইরফানের আলাপ হয়েছিল ''ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা''য় পড়ার সময়। সেখানে ইরফান ও সুতপা দুজনেই অভিনয় নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়েছিলেন, তবে সুতপা শিকদারের আগ্রহ অভিনয়ের থেকে চিত্রনাট্য লেখায় বেশি ছিল। পরবর্তীকালে ইরফান ও সুতপা দুজনেই নিজ নিজ কেরিয়ারে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁরা সাতপাকে বাঁধা পড়েন। ইরফান ও সুতপার দুই সন্তানও রয়েছে।

কঙ্গনার উপর অন্যায় করেছেন হৃত্বিক ! ফের বিস্ফোরণ অভিনেত্রীর দিদির !

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে কেউ কখনও সম্পর্কে জড়াবেন না। বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেত্রী নীনা গুপ্তার ভিডিয়ো নিয়ে সম্প্রতি জোর শোরগোল শুরু হয়ে যায়। ওই ভিডিয়োতে নাম না করেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটার ভিভ রিচার্ডসকে একহাত নেন নীনা গুপ্তা। বধাই হো অভিনেত্রীর ওই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পরই তার পালটা ট্যুইট করলেন কঙ্গনা রানাউতের দিদি রঙ্গোলি চান্দেল।ঋত্বিক রোশনের নাম না করে ওই টুইটে বলিউডের ''গ্রিক গড''-কে একহাত নেন রঙ্গোলি। তিনি বলেন, স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কোনও জনপ্রিয় ব্যক্তি বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়ালে, যদি তাঁর স্ত্রী আগেই ছেড়ে যান এবং বাবার হুমকি খেয়ে বসেন অভিনেতা, তখন কী হবে! জনপ্রিয় অভিনেতার বাবা যদি জানিয়ে দেন, তাঁর নাতিরা ছেড়ে চলে গেলে ছেলে সম্পত্তির এক কানাকড়িও পাবেন না। তাহলে তখন ওই ব্যক্তি নিজের কুকীর্তি ঢাকার চেষ্টা করেন। এমনকী, যাঁর সঙ্গে সম্পর্কের জেরে জনপ্রিয় ব্যক্তির স্ত্রী ছেড়ে চলে যান, সেই মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে, অনেক সময় তাঁকে খুনেরও চেষ্টা করা হয়। এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত বলে প্রশ্ন তোলেন রঙ্গোলি চান্দেল।কঙ্গনা রানাউতের সঙ্গে ঋত্বিক রোশনের সম্পর্ক, তার জেরে দুই তারকার বক্তিগত জীবন এক সময় প্রকাশ্যে চলে আসে। এমনকী, ঋত্বিক এক সময় কঙ্গনাকে ববহার করেছেন বলেও অভিযোগে সরব হন অভিনেত্রী। ওই সময় বলিউড অভিনেত্রীর সম্পর্কে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য না করলেও, ঋত্বিকের আইনজীবীর তরফে কঙ্গনাকে মানসিক বিকারগ্রস্থ বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়।শুধু তাই নয়, ঋত্বিকের সঙ্গে কঙ্গনার আইনি লড়াইয়ের সময় মুখ খোলেন শেখর সুমন। তিনি দাবি করেন, তাঁর ছেলে অধ্যায়ন সুমনের সঙ্গে কঙ্গনা যখন সম্পর্কে জড়ান, সেই সময় অভিনেত্রী কালো যাদু শুরু করেন। কঙ্গনা কালো যাদু করে অধ্যায়নকে বাগে পেতে চাইছিলেন বলেও অভিযোগ করেন শেখর সমুন। অভিনেতার ওই মন্তব্য ঘিরে ওই সময় কম জল্পনা হয়নি।

বুধবার আন্তর্জাতিক মেটারিয়েল সায়েন্স নিয়ে আয়োজিত সেমিনারের উদ্বোধন করেন কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

সজ্জন কুমারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে এইমসে, দশ দিনের মধ্যে রিপোর্ট তলব সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি.স.) : শিখ বিরোধী দাঙ্গায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত কংগ্রেস নেতা সজ্জন কুমারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে দিল্লির এইমসে। বুধবার এমনই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সজ্জন কুমারের শারীরিক অবস্থা নিয়ে আদালতে সাতদিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেবে এইমস কর্তৃপক্ষ।
এদিন দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়েছে বৃহস্পতিবার এইমস হাসপাতালের মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সজ্জন কুমারকে পেশ করা হবে। তার শারীরিক অবস্থা কেমন পর্যায় রয়েছে তা আদালতকে সাতদিনের মধ্যে জানাতে হবে এইমস কর্তৃপক্ষকে।
সুপ্রিম কোর্টকে সজ্জন কুমারের আইনজীবী বিকাশ সিং জানিয়েছেন যে বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতার ওজন ৬৭ কেজি থেকে কমে গিয়ে ৫৩ কেজিতে নেমে এসেছে। এর পাল্টা সলিসিটর জেনারেল তুষার কাপুর বলেন, গত ১০ ডিসেম্বর এইমসের ৮ সদস্যের চিকিৎসকদের একটি দল জেলে গিয়ে সজ্জন কুমারকে দেখে আসে।
রিপোর্টে তারা জানিয়েছেন যে তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঠিক ভাবে কাজ করছে। শুধু রক্তচাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। চিকিৎসকদের তরফ থেকে প্রতিটি তিন মাস অন্তর সজ্জন কুমারের শারীরিক পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। সেই তথ্যটি আদালতে তুলে ধরেন সলিসিটর জেনারেল। উল্লেখ করা যেতে পারে সজ্জন কুমারের বর্তমান বয়স এখন ৭৫। ১৯৮৪ সালে শিখ বিরোধী দাঙ্গার অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন তিনি। তার স্বাস্থ্যপরীক্ষায় সুপ্রিম কোর্ট সম্মত হলেও তাকে কোনও জামিন দেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত।

অন্তিম কৌশলও বিফলে, পবনের প্রাণভিক্ষার আর্জি খারিজ করলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি.স.): অন্তিম কৌশলও বিফলেউ ২০১২ দিল্লি গণধর্ষণ মামলার অন্যতম দণ্ডিত পবন গুপ্তার প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। বুধবার পবনের প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। মঙ্গলবার (৩ মার্চ) ভোর ছ'টায় দিল্লির তিহাড় জেলে ফাঁসি হওয়ার কথা ছিল নির্ভয়া মামলার চার অপরাধী-মুকেশ সিং, অক্ষয় ঠাকুর, পবন গুপ্তা ও বিনয় শর্মার। শেষ মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন জানায় পবন। ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য ফাঁসি পিছিয়ে যায় নির্ভয়ার আসামীদের। প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনাধীন থাকার কারণেই সোমবার ফাঁসি পিছিয়ে দিয়েছিল দিল্লির একটি আদালত। অবশেষে বুধবার পবনের প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।
গত সোমবারই পবন গুপ্তার রায় সংশোধনের আর্জি খারিজ করে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এছাড়াও দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্ট ওই দিনই ফাঁসির সাজা পিছনোর আবেদনও খারিজ করে দিয়েছিল। কিন্তু, শেষ মুহূর্তে প্রাণভিক্ষার আবেদন নিয়ে রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হয় পবনউ তাই ৩ মার্চ ফাঁসি হয়নি নির্ভয়ার অপরাধীদেরউ উল্লেখ্য, ২০১২ সালে রাজধানীর বুকে চলন্ত বাসে নির্ভয়ার ধর্ষণ ও খুনের অপরাধে সুপ্রিম কোর্ট মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে মুকেশ সিং, অক্ষয় ঠাকুর, পবন গুপ্তা ও বিনয় শর্মাকেউ গত ২২ জানুয়ারি অপরাধীদের ফাঁসি হওয়ার কথা ছিলউ কিন্তু, দণ্ডিতরা একে একে প্রাণভিক্ষার আর্জি জানাতে শুরু করলে তা পিছিয়ে ১ ফেব্রুয়ারি করা হয়উ ১ ফেব্রুয়ারিও ফাঁসি হয়নি অপরাধীদের, ১৭ ফেব্রুয়ারি নতুন করে মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা জারি করেছিল দিল্লি হাইকোর্টউ তাতে ৩ মার্চ একসঙ্গে অপরাধীদের ফাঁসিতে ঝোলানোর নির্দেশ দেওয়া হয়উ তাও পিছিয়ে যায়উ আপাতত নতুন মৃত্যু পরোয়ানার অপেক্ষায় নির্ভয়ার বাবা-মা।

অভিযুক্তদের আড়াল করা হচ্ছে, দিল্লির হিংসা নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ সিব্বলের

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি.স.) : দিল্লির হিংসার সঙ্গে যুক্তদের আড়াল করতে চাইছে কেন্দ্র। বুধবার এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল। পাশাপাশি সাম্প্রতিক দিল্লির হিংসার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেছেন তিনি।
এদিন ট্যুইট করে কপিল সিব্বল দাবি করেছেন যে দিল্লির হিংসা যারা সংগঠিত করেছে, তাদের বাঁচানোর কাজে ইতিমধ্যেই লেগে পড়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। হিংসা থেকে মেরুকরণ করা হচ্ছে জনগণের মধ্যে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে সমাজ। কেন্দ্র বিষয়টিকে অভ্যন্তরীণ বলে চালাতে চাইলেও আদতে তারা অভিযুক্তদের বাঁচাতে তৎপর। আর এর থেকে বিবাদ তৈরি হয়ে চলেছে। ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতা উঠেছে চরমে।
দিল্লির হিংসা নিয়ে মঙ্গলবারও সরব হয়ে ট্যুইটারে কবিতা লিখেছিলেন কপিল সিব্বল। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, গুলি চালালে যাবে প্রাণ, তাই রক্ত দিয়ে বন্ধ করো হোলি খেলা। অন্ধ হত্যাকারী ঘৃণা বীজ বপণ করে চলে। দেশকে বদনাম করা বন্ধ করো। পাত্তা দিও না হিংসার আহ্বানে।
উল্লেখ করা যেতে পারে নিজের এই কবিতার মাধ্যমে বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতা বলতে চেয়েছেন যে ঘৃণা যারা সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে, তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে। হত্যাকারীর কোনও জাতধর্ম হয় না। সে অন্ধ হয়। মানুষের রক্তের বিনিময় উল্লাসকে নিজের কবিতা দিয়ে নিবিড় ভাবে কষাঘাত করেছেন তিনি।
এর আগেও নিজের কবিতার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে চৈতন্য গড়ে তোলার কাজ করে গিয়েছেন। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের উপর বর্বরোচিত পুলিশি হামলার নিন্দা করে গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বপক্ষে তিনি কবিতা লিখেছিলেন। প্রসঙ্গত দিল্লির হিংসায় এখনও পর্যন্ত ৪৮জন প্রাণ হারিয়েছে। গুরুতর জখম ২০০ বেশি মানুষ। যদিও পুলিশের দাবি উত্তরপূর্ব দিল্লির পরিস্থিতি ক্রমশ স্বাভাবিক হচ্ছে।

তালিবান হামলায় রক্তাক্ত আফগানিস্তান, মৃত্যু ১৬ জন সৈনিকের

কাবুল, ৪ মার্চ (হি.স.): তালিবান সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় ফের রক্তাক্ত হল আফগানিস্তানউ আফগানিস্তানের কুন্দুজ প্রদেশের ইমাম সাহিব জেলায় তালিবান সন্ত্রাসবাদীদের অতর্কিতে হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৬ জন আফগান সৈনিকউ এছাড়াও কমপক্ষে ১০ জন আফগান সৈনিককে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে তালিবান সন্ত্রাসবাদীরা।
আফগান সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বুধবার জানানো হয়েছে, কুন্দুজ প্রদেশে ইমাম সাহিব জেলায় আফগান সেনা জওয়ানদের উপর হামলা চালায় তালিবান সন্ত্রাসবাদীরা। ওই হামলায় ১৬ জন সৈনিকের মৃত্যু হয়েছেউ এছাড়াও ১০ জন সৈনিককে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে জঙ্গিরাউ বুধবার বিকেল পর্যন্ত ওই ১০ জন সৈনিকের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

করোনা-সংক্রমণ রুখতে সিদ্ধান্ত, হোলি মিলনে যোগ দেবেন না অমিত ও নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি.স.): সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও, ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিতের সংখ্যাউ করোনাভাইরাস-এর সংক্রমণ রুখতে এ বছর হোলি মিলন উতবে অংশ নেবেন না বলে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডাও জানিয়ে দিয়েছেন, এ বছর হোলি উতবে অংশ নেবেন না তাঁরা।
বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ টুইট করে লিখেছেন, 'হোলি ভারতীয়দের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব, কিন্তু করোনাভাইরাসের কথা মাথায় রেখে এ বছর হোলি মিলন উতবে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রত্যেকের কাছে আমার অনুরোধ জন সমাগম এড়িয়ে চলুন এবং পরিবারের যত্ন নিনউ' বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা জানিয়েছেন, 'কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়ছে গোটা বিশ্বউ সংক্রমণ রুখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ভারতউ এ কথা মাথায় রেখে, এ বছর আমি হোলি মিলন উতবে অংশ নেব না। নিরাপদে থাকুন, সুস্থ থাকুন।

হিংসা কবলিত উত্তরপূর্ব দিল্লিতে কংগ্রেস প্রতিনিধি দল

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তরপূর্ব দিল্লির হিংসা কবলিত এলাকা ব্রীজপুরী পরিদর্শন করে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। এই দলের নেতৃত্ব দেন ওয়ানাডের সাংসদ রাহুল গান্ধী।
পরিদর্শন কালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, রাজধানীর হিংসা গোটা বিশ্বের সামনে ভারতের ভাবমূর্তি কালিমাপ্রাপ্ত হয়েছে। বিদ্বেষ এবং হিংসার ফলে ভারত মাতার কোনও ফায়দা হয় না। দিল্লির ভবিষ্যৎ জ্বলেপুড়ে গিয়েছে। ঘৃণা ও হিংসার জেরে দিল্লি আজ ক্ষতবিক্ষত। এদিন ব্রীজপুরীতে হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল পরিদর্শন করেন রাহুল গান্ধী।
স্থানীয়দের উদ্দেশ্যে রাহুল গান্ধী সম্প্রীতি ও একতা বজায় রাখার আহ্বান করেন। তিনি দাবি করেন যে একতাই ভারতের আসল শক্তি। হিংসা করে সেই একতার উপর আঘাত হানা হয়েছে।
এদিন রাহুল গান্ধী ছাড়াও কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলে ছিল মুকুল ওয়াসনিক, কুমারী শৈলজা, অধীর রঞ্জন চৌধুরী, কে সি বেণুগোপাল, রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা, কে সুরেশ, গৌরব গগৈ, ব্রাহাম মহীন্দ্রা।

বিপদমুক্ত কমলনাথ সরকার, জানাল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশে কমল নাথ সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে যে উদ্বেগের মেঘ তৈরি হয়েছিল। যা আপতত কেটে গিয়েছি বলে কংগ্রেসের হাইকম্যান্ড সূত্রে জানা গিয়েছে। দলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে ৯ জন বিধায়কের মধ্যে ছয়জন ফিরে এসেছে। ফলে সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে এখন আর উদ্বেগের কিছু নেই। ওদিকে ঘোড়া কেনাবেচা করে ঘর ভাঙাতে চাইছে বিজেপি এমন দাবি এখনও করে চলেছে মধ্যপ্রদেশের বহু কংগ্রেস নেতা। যদিও বিজেপির তরফে এমন দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়ে জানানো হয়েছে যে কংগ্রেসের অন্তকলহের জেরেই এমন ঘটনা ঘটেছে। এদিন দলের সমস্ত বিধায়ক এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ। বৈঠকের পরে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী সুরেন্দ্র সিং বাঘেল জানিয়েছেন, যে রাজনৈতিক সঙ্কট তৈরি হয়েছিল, তা শেষ হয়ে গিয়েছে। সরকারের স্থায়ীত্ব নিয়ে আর কোনও বিপদ নেই।

শুল্ক দফতরের তৎপরতায় বউবাজারে ধৃত সোনা পাচারচক্র

কলকাতা, ৪ মার্চ (হি. স.) : ফের চোরাই সোনা পাচারচক্রের এক সদস্যকে বমাল ধরলেন শুল্ক আধিকারিকরা। বাজেয়াপ্ত হয়েছে ১২১৯ . ৬০০ গ্রাম সনো।
সূত্রের খবর, উদ্ধার হওয়া চোরাই সনোর বাজারমূল্য ৫৩ লক্ষ টাকা। চোরা কারবার চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় এক ব্যাক্তিকে। জানা গিয়েছে, ওই পাচারকারী বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে উত্তর ২৪ পরগণা হয়ে সনো নিয়ে শহরে ঢোকে। ধৃতকে জেরা করে এই চক্রের সঙ্গে দেশে এবং আন্তর্জাতিকস্তরে আরও কারা যুক্ত রয়েছে সে ব্যাপারে জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন শুল্ক আধিকারিকরা। উল্লেখ্য , কয়েকদিন আগেই ডিরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টালিজেন্সের (ডিআরআই) কলকাতা আঞ্চলিক শাখার গায়েন্দারা বড়বাজার থেকে ১০ কেজি সনো ও ৪২৯ কেজি রূপো এবং ২০ . ১৬ লাখ ভারতীয় টাকা বাজেয়াপ্ত করেন। উদ্ধার হওয়া সেই চোরাই সনো-রূপোর বাজার মূল্য ছিল ৬ কোটি টাকার কিছু বেশি।

হোলি উদযাপন করবেন মোদী থেকে কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও, ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিতের সংখ্যা। করোনাভাইরাস-এর সংক্রমণ রুখতে এ বছর হোলি মিলন উতবে অংশ নেবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে বিশেষজ্ঞরা জন সমাগম কমানোর পরামর্শ দিয়েছেনউ সেই কারণে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এ বছর আমি হোলি মিলন উতবে অংশ নেব নাউ' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডাও জানিয়ে দিয়েছেন, এ বছর হোলি উৎসবে অংশ নেবেন না তাঁরা।
বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ টুইট করে লিখেছেন, 'হোলি ভারতীয়দের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব, কিন্তু করোনাভাইরাসের কথা মাথায় রেখে এ বছর হোলি মিলন উতবে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিউ প্রত্যেকের কাছে আমার অনুরোধ জন সমাগম এড়িয়ে চলুন এবং পরিবারের যত্ন নিন।' বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা জানিয়েছেন, 'কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়ছে গোটা বিশ্ব। সংক্রমণ রুখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে গোটা দেশ। এ কথা মাথায় রেখে, এ বছর আমি হোলি মিলন উৎসবে অংশ নেব না। নিরাপদে থাকুন, সুস্থ থাকুন।

আরামবাগে তৃণমূল ও বিজেপির ছাত্র সংগঠনের সংঘর্ষে আহত ৫

হুগলী, ৪ মার্চ (হি. স.) : হুগলীর আরামবাগ ,দলীয় পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে টিএমসিপি ও বিজেপির অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ। গুরুতর জখম অবস্থায় বেশ কয়েক জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সংঘর্ষের সাথে সাথে আরামবাগ থানার পুলিশ। গোটা এলাকা জুড়ে রয়েছে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। এলাকায় চলছে পুলিশি টহল।এই সংঘর্ষের ঘটনায় সুমন খানকে গুরুতর আহত অবস্থায় একজনকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে আরামবাগের কালিপুর নেতাজি মহাবিদ্যালয় চত্বরের সামনে। এই ঘটনায় মোট অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৫ জন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।
কলেজের সামনে এবিবিপির দলীয় পতাকা কে বা কারা ছিঁড়ে ফেলে দেয়।আর সেই কারণে নতুন করে পতাকা গুলি এবিবিপির বেশ কয়েকজন কর্মী পতাকা গুলি তুলে পুনরায় আবার টাঙাতে গেলে তাদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে টিএমসিপি র বিরুদ্ধে। এরপরই এবিভিপি ও টিএমসিপি দুই পক্ষের সাথে তর্ক বিতর্ক হাতাহাতি শুরু হয় লাঠি শোটা দিয়ে মারামারি।ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এই ঘটনায় বিজেপির মোট ৫ জন আহত হয়েছেন।তাদের আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চারজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি একজনকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। টিএমসিপি ও এবিবিপি পক্ষ থেকে এই ঘটনায় আরামবাগ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চলছে পুলিশি টহল। এবিবিপি শুভঙ্কর খা আরামবাগ নগর সম্পাদক বলেন, কলেজের সামনে কিছু পতাকা লাগানো ছিল আর সেই পতাকা গুলি টিএমসিপি ছেলেরা ছিড়ে ফেলে দেয়। অতর্কিত টিএমসিপি ছেলেরা বাঁশ লাঠি নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। আমাদের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। এবং আমাদের এডিবিপি কিছু ছেলে নিখোঁজ আছে।তাদেরকে কোথায় রেখেছে আমরা খোঁজ চালাচ্ছি।হেমন্ত পাল ইউনিট প্রেসিডেন্ট, এ বিষয়ে আমি কিছু জানিনা তবে খোঁজ নিয়ে দেখছি। এবিপি ছেলেরা আমাদের পতাকা ছিড়ে ফেলে দিয়েছে।

মুর্শিদাবাদে হোস্টেলের খাবার খেয়ে অসুস্থ ৫০ জন ছাত্রছাত্রী

মুর্শিদাবাদ, ৪ মার্চ (হি. স.) : মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা থানার বালি ২ নম্বর অঞ্চলের কামাদপুর হাই মাদ্রাসা হোস্টেলের খাবার খেয়ে অসুস্থ ৫০ জন ছাত্রছাত্রী। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার রাতে খাবার খায় হস্টেলের ছাত্রীরা । এরপরই তারা অসুস্থবোধ করতে শুরু করে । অবস্থার অবনতি হলে বুধবার সকালে নওদা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় অসুস্থ ছাত্রীদের ।হাসপাতাল সূত্রের খবর, খাবারে বিষাক্ত কিছু পড়ে গিয়েছিল । যে কারণেই ছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

শিল্পীদের হাতে ললিত কলা অ্যাকাডেমী পুরস্কার তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রায়সিনা হিলসে রাষ্ট্রপতি ভবনে দেশের বিশিষ্ট কৃতী শিল্পীদের হাতে ললিত কলা অ্যাকাডেমী পুরস্কার তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ১৫ জন বিশিষ্ট শিল্পীর হাতে ৬১ তম ললিত কলা অ্যাকাডেমী পুরস্কার তুলে দেন রাষ্ট্রপতি। বুধবার যে সকল শিল্পীরা পুরস্কৃত হন তারা হলেন-অনুপ কুমার মঞ্জুখী গোপী, ডেভিড মালাকার, দেবেন্দ্র কুমার খের, দীনেশ পান্ডিয়া, ফারুক আহমেদ হালদার, হরিরাম কুম্ভাবত, কেশরী নন্দন প্রসাদ, মোহন কুমার টি, রতন কুমার সাহা, সাগর বসন্ত কাম্ভলে, সতবিন্দর কাউর, সুনীল থিরুভাউর, তেজস্বী নারায়ণ সোনবনে, যশপাল সিং এবং যশবন্ত সিং।
উল্লেখ করা যেতে পারে, ললিত কলা অ্যাকাডেমী প্রতিবছর শিল্পীদের উৎসাহ এবং তাদের কাজকে স্বীকৃতি দিতে প্রদর্শনী এবং পুরস্কার প্রদানের আয়োজন করে থাকে। প্রদর্শনীতে গোটা দেশের শিল্পীদের সৃষ্টিকে শিল্পকর্মকে তুলে ধরা হয়। এই শিল্পকর্মগুলি হল চিত্রকলা, মূর্তিকলা, গ্রাফিক্স, ফটোগ্রাফী-সহ একাধিক বিভাগ রয়েছে।

ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টের সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন রাস বিহারী

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি.স.) : বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টের (ভারত) সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন বর্ষীয়ান সাংবাদিক রাস বিহারী(বিহার)। সংগঠনের মহাসচিব হয়েছেন প্রসন্না মোহান্তি।
দুই বছর অন্তর ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টের সংগঠনের নির্বাচন হয়ে থাকে। এই বিষয়ে সংগঠনটির নির্বাচনী আধিকারিক রজত কুমার গুপ্ত জানিয়েছেন, কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হয়েছেন বারাণসীর বর্ষীয়ান সাংবাদিক ড় রজত কুমার গুপ্ত। সহ-সভাপতি হয়েছেন ভোপালের প্রদীপ তিওয়ারি, জম্মু ও কাশ্মীরের সইদ জুনেদ, গুয়াহাটির ভূপেন গোস্বামী, হরিদ্বারের রামচন্দ্র কন্নৌজিয়া, বিজয়ওয়াড়ার পুনম রাজু। সংগঠনের সচিব পদে নির্বাচিত হয়েছেন মথুরার কমলাকান্ত উপমন্যু, জয়পুরের পঙ্কজ সোনি, চেন্নাইয়ের কাতা কংন্ডাস্বামী এবং ত্রিপুরার প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

এয়ার ইন্ডিয়ায় বিনিয়োগ করতে পারবেন প্রবাসী ভারতীয়রা, জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি.স.) : এবার থেকে এয়ার ইন্ডিয়ায় বিনিয়োগ করতে পারবেন প্রবাসী ভারতীয়রা। বুধবার এই বিষয়ে ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।
এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে প্রবাসী ভারতীয়রা এয়ার ইন্ডিয়ায় একশো শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ করতে পারবে। এর জন্য পরিবর্তন করা হবে এফডিআই নীতি।
মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর জানিয়েছেন, সরকার কৌশলগত ভাবে এয়ার ইন্ডিয়াকে বিক্রি করতে চলেছে। প্রবাসী ভারতীয়রাও এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে এর পথ বাতলানো হয়েছে। এখন থেকে প্রবাসী ভারতীয়রা একশো শতাংশ বিনিয়োগ করতে পারবে। তার জন্য পরিবর্তন করা হবে নিয়ম। শিডিউল এয়ারক্রাফট অপারেটর, ওনারশিপ ইফেকটিভ কন্ট্রোলের জন্য প্রবাসীরা বিনিয়োগ করতে পারছিলেন না। নিয়মের পরিবর্তনের হলে এখন সেটা তারা পারবেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে বিনিয়োগের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে।

ইন্ডিয়ান মুট প্রতিযোগিতার বিজয়ী অনুসু দেববর্মা বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাবের এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

কলকাতার আবহাওয়া প্রতিকূল তাই সম্ভাবনা নেই করোনা ভাইরাসের, দাবি অতীনের

কলকাতা, ৪ মার্চ (হি.স.): কলকাতা তথা ভারতের আবহাওয়া করোনা ভাইরাসের পক্ষে প্রতিকূলউ ফলে এখানে আবহাওয়া গত কারণে করোনা আতঙ্ক নেই এমনটাই বিশেষজ্ঞদের মত বলে দাবি করেন পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। বুধবার কলকাতাবাসীকে স্বস্তির বার্তা দিলেন ডেপুটি মেয়র। বিগত কয়েকদিন ধরে শহর কলকাতা করোনাভাইরাস আতঙ্কে ভুগছে।

এদিন মাস্ক পরা নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে অতীন ঘোষ বলেন, "বায়ুদূষণের হাত থেকে বাঁচতে মাস্ক ব্যবহার করা হচ্ছে। মাস্ক পড়ার সঙ্গে করোনার কোনও সম্পর্ক নেই। শহরে অনেকেই মাস্ক পড়ছে। দূষণের থেকে রক্ষা পেতেই প্রয়োজনীয় মাস্ক পড়ছে। কিন্তু কলকাতায় করোনার জন্য মাস্ক পরে ঘুরতে হবে এমন পরিবেশ এখনও তৈরি হয়নি। ভারত তথা কলকাতার যা আবহাওয়া তাতে করোনাভাইরাস বেড়ে ওঠা জন্য প্রতিকূল। শীতপ্রধান দেশে দ্রুত বিস্তার লাভ করে এই ভাইরাস"।

এ ছাড়াও ডেপুটি মেয়র বলেন, "মেডিক্যাল অফিসারদের কাছে প্রতিনিয়ত খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। তাদের কাছে করোনার লক্ষণ যুক্ত কোনও রোগীর বিবরণ মেলেনি। যদিও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি কোরোনা আতঙ্ক কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে।"

কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডের প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০ হাজার রোগী আসে বলে এদিন জানান তিনি। এদের মধ্যে যাদের সর্দি কাশি থাকবে তাঁদের মধ্যে যদি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মত অনুযায়ী করোনার কোনও লক্ষণ পাওয়া যায় তবে ওয়ার্ডের মেডিকেল অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া আছে করোনা ভাইরাসের লক্ষণ মিললে তৎক্ষণাৎ পৌরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিকদের জানাতে হবে। এবং স্বাস্থ্য অধিকারিকরা সেই তথ্য জানাবে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরকে।

করোনা ঠেকাতে প্রস্তুত বেসরকারি হাসপাতালও

কলকাতা,৪ মার্চ (হি.স.): করোনা আতঙ্কে জেরবার তিলোত্তমা উ ইতিমধ্যেই করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় জেলায় জেলায় নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর উ এরই মাঝে শহরের নামী বেসরকারি হাসপাতালগুলোও প্রস্তুত করোনা মোকাবিলায়।

সরকারি হাসপাতালের পাশাপশি বেসরকারি হাসপাতালগুলিকেও তৈরি থাকতে নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্যভবন উ এই প্রসঙ্গে মেডিকা হাসপাতালের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট কুণাল সরকার বলেন, এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় গাইডলাইন মেনে গোটা হাসপাতালেই চূড়ান্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে উ নার্স থেকে হাসপাতালের সমস্ত স্টাফদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

আমরা তো ডেঙ্গির মতো রোগকে চেপে রাখি না : মমতাকে তোপ মুকুলের

কলকাতা,৪ মার্চ (হি.স.):এবার দোলে রঙ না খেলে করোনাভাইরাস থেকে বাঁচতে সচেতনতা প্রচারে নামবেন বিজেপি উ এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি নেতারাউএরইমাঝে দোল প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়।

এই প্রসঙ্গে মুকুল বাবু বলেন, 'করোনা প্রতিরোধে মানুষকে সচেতন করা প্রয়োজন উ আমরা তো ডেঙ্গির মতো রোগকে চেপে রাখি না উ মুখ্যমন্ত্রী যা বলবেন আমরা তাঁর পিছনে ছুটবো না।

উল্লেখ্য,করোনা থেকে বাঁচতে ভিড় এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা উ সেই পরামর্শ মেনেই হোলি মিলনের যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উ সেই পথেই হাটতে চলেছে রাজ্য বিজেপির অন্যান্য নেতারাও ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কর আদায় না হলে আধিকারিকদের বদলি, হুঁশিয়ারী ডেপুটি মেয়রের

কলকাতা, ৪ মার্চ (হি.স.): শিয়রেই পুরভোট। এখনও কর আদায়ে পিছিয়ে শহরের একাধিক এলাকা। আর্থিক বছর শেষ হতে চললেও লক্ষ্যের ধারে কাছে নেই কলকাতা পুরসভার কর আদায়ের পরিমাণ। তাই এবার মরিয়া হয়ে ৩১মার্চের মধ্যে কর আদায় সন্তোষজনক না হলে আধিকারিকদের বদলি করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ।

বুধবার পুরভবনে দক্ষিণ কলকাতা এলাকার কর মূল্যায়ন বিভাগের আধিকারিক, ম্যানেজার ও পরিদর্শকদের সঙ্গে বৈঠক করেন ডেপুটি মেয়র। লক্ষ্য অনুযায়ী সন্তোষজনক কর আদায় না হওয়ার ডেপুটি মেয়রের তোপের মুখে পরেন উপস্থিত সকলে। এরপরেই তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন ৩১ মার্চের মধ্যে সন্তোষজনক কর আদায় না হলে, অনেক আধিকারিকদের পদ খোয়াতে হবে। বৈঠকের পর অতীন ঘোষ সাংবাদিকদের বলেন, ' একমাত্র গার্ডেনরিচ ছাড়া কোন এলাকারই কর আদায় সন্তোষজনক নয়। যে এলাকাগুলি থেকে কর আদায় বেশি হওয়া উচিত, সেখান থেকে কর আদায় হচ্ছে না। তাই ৩১ মার্চ সময়সীমা বেধে দেওয়া হয়েছে। যেসব বহুতলের মালিক বা বহুতল ভাড়া নিয়ে ব্যবসা করা উচ্চবিত্ত করদাতাদের বিপুল পরিমান কর বকেয়া হয়ে রয়েছে, তাদের কজনের বিরুদ্ধে রেন্ট এটাচমেন্ট করা হয়েছে, ডিসট্রেন্ট ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়েছে, বা সম্পত্তিতে তালা দেওয়া হয়েছে তার রিপোর্ট দিতে হবে। অন্যদিকে, কম পরিমাণ কর বকেয়া রয়েছে এরকম কজনকে ওয়েভার স্কিমের আওতায় এনে, বকেয়া কর আদায় করা গেছে, তার রিপোর্টও জমা দিতে হবে। কর আদায়ে উন্নতি না হলে, আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

পুরসভা সূত্রে খবর, গতবছরের তুলনায় গার্ডেনরিচ এলাকায় কর আদায়ের পরিমাণ ৬০ শতাংশ বাড়লেও, যাদবপুর এলাকায় মাত্র ২ থেকে ৩ শতাংশ বেড়েছে, যা মোটেই সন্তোষজনক নয়। অন্যদিকে, টলি ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট, নর্থ, সাউথ সুবারবান, জোকাতেও লক্ষ্যমাত্রার ধারে কাছে নেই কর সংগ্রহ। এর মধ্যে দক্ষিণ কলকাতা এলাকায় ৬০০ কোটি টাকার উপর কর বকেয়া রয়েছে বলে জানা গেছে।

করোনা নিয়ে নির্দেশিকা রবীন্দ্রভারতীতে

কলকাতা,৪ মার্চ (হি.স.) : ইতিমধ্যেই করোনা ভাইরাস আতঙ্কে প্রতিটি স্কুলকে সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে রাজ্য শিক্ষা দফতর উ এরইমাঝে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর করোনা আতঙ্কে আতঙ্কিত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ও উ বুধবার বিদেশি পড়ুয়াদের জন্য রবীন্দ্রভারতী তরফে একাধিক সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে উ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর,অনুমতি ছাড়া কোনও বিদেশী পড়ুয়াকে তাদের নিজেদের দেশে যেতে বারণ করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় তরফে উ পূর্ব ভারতে সবথেকে বেশি বিদেশি পড়ুয়া রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পড়ে উ চীন থেকে কোনও পড়ুয়া এই মুহূর্তে না থাকলেও জাপান, বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা থেকে অনেক পড়ুয়া রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা করছে উ বুধবারে বৈঠকে বিদেশি পড়ুয়াদের দেশ ছাড়ার অনুমতি আপাতত না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছেউ প্রয়োজন ছাড়া কোনও পড়ুয়া তাদের নিজেদের দেশে যেতে পারবেন না

সুন্দরবনবাসীদের স্বপ্ন অধরাই, অথৈ জলে মমতার স্বপ্নের মাতলা রেল প্রকল্প

ক্যানিং, ৪ মার্চ (হি.স.): স্বপ্ন-স্বপ্নই থেকে গিয়েছে। ট্রেনে চেপে সুন্দরবনে আদৌ কোনও দিন যাওয়া সম্ভব হবে কি না, তা আপাতত কারও জানা নেই। বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে মাতলা নদীর উপর শুধুমাত্র রেল ব্রিজ তৈরি হয়েছে। রেল ব্রিজ তৈরির কিছুটা কাজ এগোলেও ক্যানিং থেকে ঝড়খালি পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ গত কয়েক বছর ধরেই বন্ধ হয়ে রয়েছে। ফলে মাতলার জলের মধ্যেই নিস্তব্ধতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে রেল ব্রিজের বেশ কয়েকটি থাম।

২০০৯ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী হওয়ার পরে প্রথমে ক্যানিং থেকে সুন্দরবনের ভাঙনখালি ও পরে ঝড়খালি পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্প ঘোষণা করেন। পরবর্তী রেল বাজেটে এ জন্য অর্থ বরাদ্দও করেন তিনি। মাতলা নদীর উপরে সেতু নির্মাণের কাজ দিয়ে শুরু হয় এই রেল সম্প্রসারণের প্রকল্পের কাজ। এরপর মামলা নদী থেকে বয়ে গিয়েছে প্রচুর জল, কেন্দ্রে সরকারও পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু, অথৈ জলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের এই প্রকল্প।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীসংখ্যাও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। রেলের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি দিন গড়ে প্রায় ৩০ হাজার যাত্রী ক্যানিং স্টেশন থেকে যাতায়াত করেন। তাঁদের মধ্যে বহু যাত্রীই প্রতিদিন ঝাড়খালি, গোসাবা, বাসন্তী প্রভৃতি এলাকা থেকে ক্যানিং হয়ে রুটিরুজির জন্য কলকাতায় যান। আক্ষরিক অর্থে সুন্দরবনের ১৯টি ব্লকের মধ্যে প্রায় ৬টি ব্লকের মানুষ ক্যানিং রেলপথ দিয়ে শহর ও শহরতলিতে যাতায়াত করেন। এই সমস্ত যাত্রীরাই মাতলা রেল প্রকল্প নিয়ে অনেক-অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু, তাঁদের স্বপ্ন-স্বপ্নই থেকে গিয়েছে। স্বপ্ন আদৌ পূরণ হবে কি না, তা কেউ জানেন না।

প্রাগজ্যোতিষ উৎসবে ত্রিপুরা থিয়েটারের বাপুজি মঞ্চস্থ হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা (এনএসডি) আয়োজিত প্রাগজ্যোতিষ উৎসবে (নাটক) বুধবার ইটানগরের সিদ্ধার্থ মঞ্চে 'বাপুজি' মঞ্চস্থ করেছে আগরতলার ত্রিপুরা থিয়েটার নাট্য সংস্থা।

মঙ্গলবার এখানে প্রাগজ্যোতিষ উৎসবের উদ্বোধন করেন অরুণাচল প্রদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রী টাবা টেডির।

মহাত্মাগান্ধীর ২০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দেশের বৈচিত্র্য, জাতপাত বিরোধী, অখন্ডতা সম্পর্কে বাপুজি নাটকের চিত্রনাট্য রচনা ও নির্দেশক বিভু ভট্টাচার্য্য। উৎসবের দ্বিতীয় দিনের নাটকে (বাপুজি) উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থানীয় মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

নেবেন না মোদী

তিনের পাতার পর

সামনের সপ্তাহেই হোলি। তার আগেই ভারতে জাঁকিয়ে বসেছে নভেল করোনাভাইরাসউ ইতিমধ্যেই কেরল, দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, তেলেঙ্গানা-সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে করোনাভাইরাস থাবা বসিয়েছে। করোনা-হানায় যথেষ্ট চিন্তিত কেন্দ্রীয় সরকার। তাই করোনা-সংক্রমণ রুখতে হোলি মিলন উতবে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

জামিন-আর্জি পিছোল

তিনের পাতার পর

দিল্লির দয়ালপুর থানায় এফআইআর রুজু করা হয়েছেউ আগাম জামিনের-আর্জি নিয়ে মঙ্গলবার দিল্লির নিম্ন আদালতের শরণাপন্ন হন তাহিরউ কিন্তু, সিট এখনও পর্যন্ত তাহিরের আগাম জামিন-আর্জি সংক্রান্ত নোটিশের কপি সরবরাহ করেনি আদালতেউ তাই বুধবার তাহিরের আগাম জামিন-আর্জি পিছিয়ে দিয়েছে আদালতউ এবার শুনানি হবে ৫ মার্চউ একইসঙ্গে করকরদুমা জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারপতি সুধীর কুমার জৈন সিট আধিকারিককে কেস ফাইলের সঙ্গে আদালতে আসার নির্দেশ দিয়েছেনউ প্রসঙ্গত, আইবি অফিসার খুনের মামলায় অভিযুক্ত তাহিরকে ইতিমধ্যেই দল থেকে বহিষ্কার করেছে আম আদমি পার্টি।

চায়ের দোকান চালিয়েই ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন সুফিয়ার

হুগলি, ৪ মার্চ (হি.স.): ছোট্ট বেলাতেই চা তৈরি করা শিখেছিল দিদার কাছ থেকে। বলতে গেলে গোটা শৈশব কেটেছে ওই চায়ের দোকানেই। তার পর থেকে ধীরে ধীরে গোটা চায়ের দোকানের দায়িত্ব একাই সামলে চলেছে সুফিয়া সামিম। শুধু চায়ের দোকান চালানো নয় একইসঙ্গে সমান তালে চালাচ্ছে পড়াশোনাও। মগড়াতেই একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ক্লাস সিক্সের ছাত্রী সুফিয়া। লড়াই শুরু হয়েছিল জন্মের পর থেকেই। মানসিক ভারসাম্যহীন মাকে রাখতে চায়নি বাবা। মাত্র ছয় মাস বয়সেই ঠাঁই নিতে হয়েছিল দিদার কাছে। সেই থেকেই লড়াই শুরু। মগড়া জিটি রোড সংলগ্ন ছোট্ট চায়ের দোকানটাই হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে সবকিছু।

স্বপ্ন পড়াশোনা করে ডাক্তার হতে চায় সে। দিদা রেহানা বিবির বয়স হয়েছে, তাই নানা রোগ বাসা বেঁধেছে শরীরে। তাই প্রায়ই শরীর খারাপ থাকে। মা মানসিক রোগী। দিদা-মায়ের জন্য তো বটেই একইসঙ্গে গরীব মানুষ যারা ভাল চিকিৎসা পায় না, তাদের সেবা করার জন্যও ডাক্তার হতে চায় সুফিয়া। তাই চায়ের দোকানে খরিদ্দার সামলানোর ফাঁকেই আবার মন দিয়ে চালিয়ে যায় পড়াশোনা। মগড়া ভেরিকুঠি এলাকায় জিটি রোডের পাশে বছর পঁচিশের চায়ের দোকান রেহানা বিবির। বড় মেয়ে রাবিয়া খাতুনের বিয়ে দেন কাঁকিনাড়ায় মহঃ সামিমের সঙ্গে। বিয়ের দুই বছরের মধ্যেই নানা অশান্তি, মেয়েকে তাড়িয়ে দেওযা হয় শ্বশুরবাড়ি থেকে। তার পর থেকে মেয়ের সঙ্গে নানতির দায়িত্বও কাঁধে এসে পরে। চায়ের দোকান চালিয়ে আরও তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন রেহানা বিবি।

কখনও দারিদ্র পিছু ছাড়েনি, তবু নাতনিকে পড়াশোনার বিষয়ে উৎসাহ দিতে কখনও পিছপা হননি। তিনি চান, সুফিয়া অনেক পড়ুক, বড় মানুষ হয়ে উঠুক। তাই যতদূর পড়তে চায় পড়াবেন, নাতনির লক্ষপূরনে চেষ্টা করবেন। তাই সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে লড়াই করে চলেছে বছর এগারোর সুফিয়া। আর এই জীবন যুদ্ধের খবর ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন স্থানীয় অনেকেই। স্থানীয় সন্দীপ সাধুখান জানিয়েছেন, সুফিয়ার পড়াশোনা যাতে কোনও ভাবেই বন্ধ না হয়, তাই সব রকম সাহায্য করতে তিনি প্রস্তুত।

ঝাড়গ্রাম জেলার কোচিং ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন রাজ্য যুব কল্যান ও ক্রীড়া দফতরের যুগ্ম সচিব

ঝাড়্গাম, ৪ মার্চ (হি. স.) : বুধবার ঝাড়গ্রাম জেলার তিনটি কোচিং ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন রাজ্য যুব কল্যান ও ক্রীড়া দফতরের যুগ্ম সচিব দেব কুমার নন্দন। এদিন জেলার বিভিন্ন কোচিং ক্যাম্প গুলির পরিকাঠামো কেমন রয়েছে তা দেখতে পরিদর্শনে এসেছিলেন তিনি।

ঝাড়গ্রাম জেলা যুব কল্যান ক্রীড় দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন খেলাধূলার প্রশিক্ষনের জন্য বেশ কিছু কোচিং ক্যাম্প চলে ।এই সব ক্যাম্পগুলি যাতে দফতরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সহয়তা পায় তার জন্য বিভিন্ন কোচিং ক্যাম্প আবেদন করেছিল ।জানা গিয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলার ছটি কোচিং ক্যাম্প এই সহয়তার জন্য আবেদন করেছিল ।এদিন জেলার তিনটি কোচিং ক্যাম্প পরিদর্শন করে যুগ্ম সচিব ।জানা গিয়েছে কোচিং ক্যাম্প গুলিতে নূন্যতম পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে, কোচদের নির্দিষ্ট যোগ্যতার সর্টিফিকেট থাকতে হবে বা তারা জাতীয় স্তরে খেলেছেন কিনা তার সার্টিফিকেট থাকা সহ বেশ কিছু নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকতে হবে দফতরের কাছ থেকে সাহয়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে বলে জানা গিয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলা যুব কল্যান ও ক্রীড়া দফতর সূত্রে ।এদিন ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের গিধনির নুনিয়া নাইটস ভলিবল ক্লাব, বাছুরডোবার ইলা দত্ত সিংহ যোগ ও অ্যাথলেটিক কেন্দ্র এবং রঘুনাথ মেমোরিয়াল স্পোর্টস ক্লাব এই কোচিং ক্যাম্প গুলি পরিদর্শন করেন রাজ্য যুব কল্যান ও ক্রীড়া দফতরের যুগ্ম সচিব দেব কুমার নন্দন বলে জানা গিয়েছে দফতর সূত্রে।

এদিন তাঁর সাথে পরিদর্শনে ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা যুব আধিকারিক প্রেমবিভাস কাঁসারি সহ দফতরের অন্যান্য আধিকারিক ।ঝাড়গ্রাম জেলা যুব কল্যান ও ক্রীড়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন ব্লকের মোট ছটি কোচিং ক্যাম্প সরকারি সহয়তা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছে। এই বিষয়ে ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক আয়েষা রানী বলেন " এদিন যুব কল্যান ও ক্রীড়া দফতরের যুগ্ম সচিব এসেছিলেন জেলার বিভিন্ন কোচিং ক্যাম্প গুলি পরিদর্শন করতে ।কোচিং ক্যাম্প গুলি যোগ্যতার বিচারে সরকারি সহয়তা পাবে।"

বিজেপি

● **প্রথম পাতার পর**

সাহা এবং রামপ্রসাদ পাল।

এদিন পুর নিগমের কনফারেন্স হলে মেয়র ড় প্রফুল্লজিৎ সিনহার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করার সময় ঝামেলা দেখা দেয়। মহারাজগঞ্জ বাজারে পুকুরের দক্ষিণ দিকে হাই কোর্টের নির্দেশে ১৮টি দোকানের মধ্যে ১৫টি দোকান উচ্ছেদের নোটিশ পাঠায় পুর নিগম। এ-বিষয়ে ডেপুটেশনে কথা বলার সমস্ত দোকান যাতে উচ্ছেদ না করা হয় তা বিবেচনা করার অনুরোধ জানান জনৈক ব্যবসায়ী চন্দন নাহা। অভিযোগ, তাতেই রেগে উঠেন পুর কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব। তিনি রেগে তাঁদের বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। ওই ঘটনায় বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা এবং বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল আপত্তি জানান এবং শালীনতা বজায় রেখে আচরণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তখন পুর কমিশনার বিধায়কদের সাথেও অশালীন আচরণ করেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের কনফারেন্স হল থেকে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। সাথে তিনি পুলিশে মামলা করারও হুমকি দেন।

পুর কমিশনারের এই আচরণে উপস্থিত সকলেই হতবাক হয়ে পড়েন। দুই বিধায়ক তাঁর আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানান। তখন তিনি কনফারেন্স হল থেকে বেরিয়ে যান। ওই ঘটনায় পুর নিগমের মেয়র ড় প্রফুল্লজিৎ সিনহা দুঃখ প্রকাশ করেন। অবশ্য, পুর কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদবের এ-ধরনের উগ্র আচরণ নতুন নয়। ইতিপূর্বে তিনি নেশা বিরোধী অভিযানের অজুহাতে জনৈক আইনজীবীকে প্রচন্ড মারধর করেছিলেন। ওই ঘটনায় আইনজীবীরা কর্মবিরতি পালন করেছিলেন। পরে প্রশাসনের তরফে দুঃখ প্রকাশ করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়েছিল।

নির্দেশ কমিশনের

আটের পাতার পর

পাশাপাশি ভোটের প্রস্তুতি সংক্রান্ত অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বলে কমিশন সূত্রে খবর। এর আগেই ভোট প্রস্তুতি নিয়ে দুই ২৪ পরগণা ও হাওড়ার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেছে কমিশন। তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। তাই এই পর্যায়ে আর ডাকা হয়নি তাদের। কালিম্পং-এ ভোট হচ্ছেনা। তাই ডাকা হয়নি ওই জেলার জেলাশাসককে। কমিশন সূত্রে খবর পুরভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণা করা এখন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। তাই জোর কদমে প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

প্রতিবাদ মিছিল

আটের পাতার পর

পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে সরকারি চাকরি এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। পুড়িয়ে দেওয়া বাড়িঘর সরকারকে তৈরি করে দিতে হবে।

ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করার জন্য সমস্ত দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। সুপ্রিমকোর্টের তত্ত্বাবধানে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি করে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সমস্ত বিজেপি নেতারা, মন্ত্রীরা দাঙ্গায় মদত দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আগামী ৯ মার্চ দিল্লির ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সিপিআইএম সাহায্য সংগ্রহ করবে বলে জানান সিপিআইএম পশ্চিম জেলা সম্পাদক পবিত্র কর। রাজ্যের সর্বত্রই সাহায্য সংগ্রহ করা হবে বলেও জানান তিনি।

ক্যানিংয়ে রাস্তা বেহাল, হুশ নেই প্রশাসনের

ক্যানিং, ৪ মার্চ (হি.স.): সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং শহর। প্রতি বছরই শীত-সহ বছরের বিভিন্ন সময়ে পর্যটকদের আনাগোনা লেগেই থাকে ক্যানিং শহরে। কিন্তু, ক্যানিং শহরের বেহাল রাস্তার কারণে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় পর্যটকদের, নিত্যদিন বেহাল রাস্তায় যাতায়াত করে দুর্দশার মধ্যে রয়েছেন ক্যানিং শহরের বাসিন্দারাও। ক্যানিং রেল স্টেশন থেকে বেরোনোর পরই প্রথম সমস্যা। রেল স্টেশন রোডের দু"দিকে হকারদের দাপট। তার উপর রাস্তার হাল বেহাল। বেশ কয়েকবছর ধরেই ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন রেল যাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়। তখন দুর্ভোগ আরও বাড়ে।

রেল স্টেশন রোডের পরই সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ক্যানিং শহরের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার। সংস্কারের অভাবে বেশ কয়েক বছর ধরে বেহাল দশা ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড থেকে মিলন সঙ্ঘ পর্যন্ত রাস্তার। এই রাস্তার ধারেই অবস্থিত ক্যানিং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শাখা, বিদ্যুৎ দফতরের অফিস, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিস প্রভৃতি। দ্বারিকানাথ বালিকা বিদ্যালয় স্কুলে যেতে হলেও ছাত্রীদের এই রাস্তা থেকেই যেতে হয়। কিন্তু, গোটা রাস্তায় পিচের আস্তরণ উঠে অংসখ্য খানাখন্দ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বৃষ্টি হলে এই রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। তখন যাতায়াত করাই দুষ্কর হয়ে ওঠে। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি সংস্কারে পঞ্চায়েত বা জেলা পরিষদের কোনও হেলদোল নেই।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, আগে এই রাস্তা অনেকটাই চওড়া ছিল। কিন্তু, দিন দিন রাস্তা আরও সংকীর্ণ হয়ে উঠছে

ক্ষমতার

● **প্রথম পাতার পর**

তাদের পাপের বোঝা এখন আমাদের বইতে হচ্ছে। তবুও তারা অর্থনীতি নিয়ে কিভাবে সওয়াল করে তা ভীষণ আশ্চার্য্যজনক বলে মন্তব্য করেন তিনি।

গাছ

● **প্রথম পাতার পর**

আসে ময়না তদন্ত করানোর জন্য। বর্তমানে মৃতদেহটি হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। ময়না তদন্ত না করে মৃতদেহ পুলিশকে না জানিয়েই পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের দায়িত্ব কর্তব্যজ্ঞান নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। দায়িত্ব এড়ানোর লক্ষ্যেই চিকিৎসক এ ধরনের কার্যকলাপ সংগঠিত করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

ত্রিপুরায়

● **প্রথম পাতার পর**

শ্রীমন্তপুর আইসিপি-তেও পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ডা. রাধা দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরায় যথেষ্ট সুরক্ষা বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৫ হাজার মানুষের পরীক্ষা করা হয়েছে। তিনি অভয় দিয়ে বলেন, ত্রিপুরা এখন নিরাপদে রয়েছে। করোনা ভাইরাসে মোকাবিলায় সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

বন্য হাতির

● **প্রথম পাতার পর**

এই কপালীটিলা এলাকায় ষাট পরিবার অউপজাতিদের বসবাস। হাতির তাণ্ডব থেকে বাঁচাতে সবাই ছোটাছুটি করতে থাকে। এলাকার রঞ্জিত বৈশ্য ওই সময় নিজঘরে নির্দ্রায় ছিলেন। এরই মাঝে হাতি রঞ্জিত বৈশ্যের ঘরটি ভেঙে ফেলে। এতে রঞ্জিত বৈশ্য আহত হয়। এলাকাবাসীরা তড়িঘড়ি বন কর্মীদের খবর দিলেও বন কর্মীরা ঘটনাস্থলে যায়নি বলে অভিযোগ। পরে বাধ্য হয়ে এলাকাবাসীরা পটকা ফাটিয়ে এবং মশাল জ্বালিয়ে বন্য দাঁতাল হাতিটিকে তাড়িয়ে দেয় জঙ্গলে।

অভিযোগ এই কপালীটিলা এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনরা অধিকাংশই শ্রমজীবী। দিনের বেলায় তারা বিভিন্ন কাজকর্ম করে অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত থাকে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য। অথচ রাতে তারা হাতির ভয়ে রাত জেগে পাহাড়া দিতে বাধ্য হয়। এ যেন এক নিদারুন সমস্যা। বাম আমলে হাতিরাই কালের জন্য কোটি কোটি টাকার ফেন্সিং লাপাতা হয়ে গেছে। যার খেশারত দিতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। এবার গ্রামবাসীরা নিজেদের ক্ষোভ জানাতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কাছে যায়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বন্য হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য ও আহতের চিকিৎসায় সম্পূর্ণ ব্যায়ভার বন দপ্তরকে বহন করার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ঘরে ফেরা

● **প্রথম পাতার পর**

সেখানে রাজ্য সরকারের তৈরী করা ক্ষতিপূরণের তালিকা নিয়ে মহকুমা শাসকের সাথে আলোচনা হবে। তাতে, সরকারি সহায়তায় সন্তুষ্ট হতে পারলেই আমরা বাড়ি ফিরে যাব বলে বলেন তিনি।

প্রসঙ্গ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতায় ডাকা বন্‌ধে আক্রান্ত হয়ে আনন্দবাজার থানায় আশ্রয় নিয়েছিলেন বাঙালি উদ্বাস্তুরা। প্রায় ৯৩ পরিবার সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের মধ্যে ৭ পরিবার বাড়ি ফিরে গেছে। ওই উদ্বাস্তুদের ৫ মার্চ পর্যন্ত রেশন ও নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে বলে রাজ্য সরকার চূড়ান্ত সময়সীমা বেধে দিয়েছিল। তবে, বাঙালী উদ্বাস্তুরা রিয়াং শরণার্থীদের মতই ১ বছরের জন্য বিনামূল্যে রেশন সামগ্রীর দাবিতে অনড় রয়েছেন। রথীন্দ্রবাবু জানিয়েছেন আগামীকাল নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের কর্মকর্তাদের সাথেও আলোচনা হবে। তাছাড়া, বিজেপি মন্ডল সভাপতি ও সহ সভাপতির সাথেও তারা যোগাযোগ করেছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। তার দাবি, কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের সাথে বৈঠকে দাবি দাওয়া নিয়ে আশ্বস্ত হতে পারলেই বাড়ি ফিরে যাওয়ার বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা হবে। অন্যথায় আন্দোলনের বিকল্প পথ খুঁজে বের করা হবে।

সংক্রমিত ২৮

● **প্রথম পাতার পর**

২৮ জন। এই ২৮ জনের মধ্যে ১৪ জন ইতালীয় পর্যটক। সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পূর্ববর্তী তালিকাভুক্ত শুধুমাত্র ১২টি দেশ নয়, এখন থেকে সমস্ত বিমান এবং যাত্রীদের স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক করা হবে।

ইতিমধ্যেই কেরল, দিল্লি, উত্তর প্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় ছড়িয়ে পড়েছে কোভিড-১৯। অন্যান্য রাজ্যগুলিতে যাতে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্য ততর সরকার ও প্রশাসন।

তেলেঙ্গানা : বুধবার হায়দারাবাদে মেট্রো স্টেশন এবং মেট্রোর কামরায় সংক্রমণ রুখতে স্প্রে করতে দেখা যায় কর্মীদের। জনসচেতনতা বাড়াতে প্রচার চালাচ্ছে তেলেঙ্গানা সরকার।

মহারাষ্ট্র : মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ তোপে জানিয়েছেন, করোনাভাইরাসে এখনও পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে কারও শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েনি। গুজবে কান দেবেন না, এটাই জনগণের কাছে অনুরোধ। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছেউ প্রতিটি হাসপাতালেই নতুন দশটি বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কর্ণাটক : কর্ণাটকেও ছড়িয়ে পড়েছে করোনা-আতঙ্ক। এই মুহূর্তে বেঙ্গালুরুর রাজীব গান্ধী ইন্সটিটিউট অফ চেস্ট ডিজিস হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি ৫ জন। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছেন, 'সমস্ত হাসপাতালকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। আমরা সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলেছি। কর্ণাটকবাসীর চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই।

গুজরাট : গুজরাটের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ দফতরের স্বাস্থ্য কমিশনার জয় প্রকাশ শিবহারে জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত বিদেশ থেকে আগত ১৫৮২ জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে। ২৫ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

করোনা ভাইরাসের প্রভাব কি পরতে পারে আইপিএল-এ কি জানালেন বিসিসিআই সভাপতি

করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক এখন সব জায়গায়। বিদেশের পাশাপাশি এই আতঙ্ক এখন ভারতেও ছড়িয়েছে। এরই মধ্যে করোনা ভাইরাসে অসুস্থ হয়েছে বহু মানুষ। এই ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য টুইট করে কিছু কথাও বলেছেন প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার এই ভাইরাস থাবা বসিয়েছে খেলাতেও। অনেক আগেই এই ভাইরাসের জন্য একটা জল্পনা দেখা দিয়ে ছিল পিছতে পারে টোকিও অলিম্পিক্স। আবার এই ভাইরাস নিয়ে নতুন জল্পনা ডানা বেঁধেছে।নতুন জল্পনা অনুযায়ী করোনা ভাইরাসের জন্য বন্ধ হতে

পারে বিশ্বের জনপ্রিয় ক্রিকেট লিগ জ্জঞ্জ্র। এই খবর পাওয়ার পর থেকেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে ক্রিকেট প্রেমীদের মধ্যে। তাদের একটাই কথা তাহলে কি এবার জ্জঞ্জ্র এর মজা তারা নিতে পারবে না। তবে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মঙ্গলবার আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ব্রিজেশ প্যাটেল বলেন করোনা ভাইরাস নিয়ে জ্জঞ্জ্র এ কোন সমস্যা নেই। নিদিষ্ট সময় অনুযায়ী হবে জ্জঞ্জ্র, জ্জঞ্জ্র বন্ধ হওয়ার এমন আশঙ্কা আপাতত নেই।এই বিষয়ে মুখখোলেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলীও। তিনি বলেন করোনা ভাইরাস নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি এখন পর্যন্ত। জ্জঞ্জ্র এর উপর করোনা ভাইরাসের কোন প্রভাব পরবে না। নিদিষ্ট সময় সূচি অনুযায়ী খেলা হবে। বিদেশের সব খেলোয়াড়রা নিদিষ্ট সময় অনুযায়ী ভারতে আসবে।

৩৭ বলে শতরান করে তাক লাগিয়ে দিলেন হার্দিক

৩৭ বলে শতরান করে তাক লাগিয়ে দিলেন ভারতীয় অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডে। মুম্বইয়ে প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্ট ডিওয়াই পাতিল টি-২০ প্রতিযোগিতায় এই কাণ্ড ঘটান তিনি। ওই ইনিংসে তিনি মেরেছেন ১০টি ছয়, আটটি চার।চোটের জন্য দীর্ঘদিন দলের বাইরে ছিলেন হার্দিক। ভারতীয় দলে ফেরার জন্য মুম্বইয়ের এই টুর্নামেন্টটি পাখির চোখ ছিল তার কাছে। সেই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় ম্যাচেই দুরন্ত সেঞ্চু রি করলেন তিনি। একটি ওভারে ২৬ রানও তোলেন হার্দিক।র কয়েক মাস পরেই টি-২০ বিশ্বকাপ। যেখানে হার্দিক ভারতের অন্যতম অস্ত্র হয়ে উঠতে পারেন। মার্চে সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ। সেখানে তিনি দলে ফেরেন কি না, সেটাই দেখার। হার্দিক স্বয়ং বলেছেন, ""আমি এ দিন কোনও পরিকল্পনা করে মাঠে নামিনি। আমার ব্যাটের আওতায় যা বল পেয়েছি, উড়িয়ে দিয়েছি।""তবে হার্দিক যে দুরন্ত ফর্ম দেখিয়েছেন তাতে আপাতত চূড়ান্ত স্বস্তিতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়াতে চলেছেন বিধ্বংসী অজি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার

অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি তারকা ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার এবার টিটোয়েন্টি ক্রিকেট ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন। নিজের ক্রিকেট ক্যারিয়ার দীর্ঘায়িত করার জন্যই নাকি তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন বলে জানা গিয়েছে।অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার ক্রিকেট ইনফো কে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন এই মুহূর্তে টিটোয়েন্টিতে আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী দল। তাই এই মুহূর্তে টিটোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে যদি আমি সরে আসি তাহলে দলের খুব একটা ক্ষতি হবে না।

আর সেই কারণেই নিজের ক্রিকেট কেরিয়ার দীর্ঘায়িত করার জন্য আমি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়াতে চাই। তবে তার আগে অবশ্যই একবার ক্রীড়াসূচী আমি দেখে নেব, এছাড়াও তিনি বলেছেন এই মুহূর্তে তিনটি ফরম্যাটে সমান দক্ষতার সাথে খেলে যাওয়া আমার পক্ষে কঠিন হয়ে যাচ্ছে, সে কারণেই আমি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটকে বেছে নিয়েছি যেখান থেকে আমি সরে দাঁড়াতে চাই।কেরিয়ার দীর্ঘায়িত করার জন্য এর আগেও অনেক ক্রিকেটার টিটোয়েন্টি ফরম্যাটে থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন এবার কেরিয়ার দীর্ঘায়িত করার জন্য এর আগেও অনেক ক্রিকেটার টিটোয়েন্টি ফরম্যাটে থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন এবার সেই রাস্তায় হাঁটছে চলেছে অজি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। ওয়ার্নার জানিয়েছেন আমার তিনজন সন্তান রয়েছে তাদের দেখভাল করেন আমার স্ত্রী। আমি তাদের একদমই সময় দিতে পারি না সেই কারণে আমি টিটোয়েন্টি ফরম্যাট থেকে সরে দাঁড়াতে চাইছি।

সচিন-বিরাট যা পারেননি তাই করে দেখালেন শেফালি

দুবাই : বিশ্বকাপের মঞ্চে ধামাকা পারফরম্যান্স শেফালি ভার্মা-র আর তার ফল পেলেন হাতেনাতে। আইসিসি মহিলাদের টি টোয়েন্টি ক্রিকেট ক্রমতালিকার এক নম্বর জায়গা দখল করলেন ১৬ বছরের ভারতীয় ক্রিকেটার।বুধবার প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে ৭৬১ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বর জায়গা পেলেন তিনি।সদ্য প্রকাশিত এই ক্রমতালিকায় তিনি এক নম্বর জায়গার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন মাইলস্টোন তৈরি করলেন। ১৬ বছরের শেফালি ভার্মা এ পর্যন্ত কনিষ্ঠতম ভারতীয় ক্রিকেটের যিনি পুরুষ বা মহিলা বিভাগে র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম স্থান দখল করলেন। একধাক্কায় ১৯ ধাপ উঠে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক সুজি বেটসকে টেক্কা দিলেন। এই মুহূর্তে সুজির পয়েন্ট ৭৫০ পয়েন্ট।মহিলা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এখনও অবধি ভারতের জার্সি গায়ে টপ পারফরমার চার ইনিংসে ১৬১ রান করেছেন।

৪ ম্যাচে গড় ৪০.২৫, আর স্ট্রাইকরেট ১৬১। গোটা টুর্নামেন্ট যা এখনও অবধি সেরা।এ পর্যন্ত বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের জয়রথ অব্যহত। আর দলের জয়ের ধারাবাহিকভাবে অন্যতম কারিগর শেফালি। এর আগে একমাত্র মিতালি রাজ টি টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর জায়গা পেয়েছিলেন।এদিকে পুরুষদের ক্রিকেট দল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারলেও এক নম্বর জায়গায় রয়েছে। একদিনের ক্রিকেটে রয়েছে ২ নম্বরে আর টি টোয়েন্টি তে রয়েছে চার নম্বরে।

নতুন নির্বাচক প্রধান খুঁজে নিল বোর্ড

মুম্বই: এমএসকে প্রসাদের পরিবর্ত খুঁজে নিল বিসিসিআই। ক্রিকেট অ্যাডভাইজরি কমিটি বাছাই করা প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নেওয়ার পর বোর্ডের তরফে বুধবারই ঘোষণা করা হয় প্যানেলের নতুন দুই নির্বাচকের নাম। সঙ্গে উপদেষ্টা কমিটির বেছে নেওয়া নির্বাচক প্রধানের নামও ঘোষণা করে বিসিসিআই।দৌড়ে ছিলেন ভেঙ্কটেশ প্রসাদ, লক্ষ্মণ শিবরামকৃষ্ণন, সুনীল যোশীর মতো তারকা। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর সাক্ষাতকারের জন্য ডাক পেয়েছিলেন রাজেশ চৌহান, হরবিন্দর সিংরা। শেষমেশ শিকে ছেঁড়ে যোশী ও হরবিন্দরের ভাগ্যে। দুই নতুন সদস্য হিসেবে জাতীয় নির্বাচক কমিটিতে ঢুকে পড়েন তাঁরা।নিয়ম মতো কমিটির সদস্যদের মধ্যে সব থেকে বেশি টেস্ট যিনি খেলেছেন, তাঁকেই নির্বাচক প্রধান বেছে নেওয়ার কথা। সেই মতো সুনীল যোশীর নাম ঘোষণা করা হয় ভারতের নতুন নির্বাচক প্রধান হিসেবে।ভারতীয় ক্রিকেট দলের নির্বাচক কমিটির প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হল প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল জোশীকে। বুধবার বিসিসিআইয়ের তরফে এই ঘোষণা করা হয়।এ দিন মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের সদর দফতরে বৈঠকে বসে ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি। মদন লাল, সুলক্ষণা নায়েক আর রুদ্রপ্রতাপ সিংহের এই কমিটি নির্বাচক কমিটির হিসেবে জোশীর নামে শিলমোহর দেন।জোশী ছাড়াও এ দিন আরও একজন প্রাক্তন ক্রিকেটারকে নির্বাচক কমিটিতে নিয়ে আসা হয়। তিনি হরভিন্দর সিংহ। ১৯৯৮-৯৯ মরশুমে ভারতীয় দলের হয়ে খেলেছিলেন তিনি।

অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন ডিভিলিয়ার্স

অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন এবি ডিভিলিয়ার্স। দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড এবি-কে দলে ফেরানোর উদ্যোগ নিতে শুরু করে দিয়েছে।প্রোটিয়াদের হেড কোচ মার্ক বাউচার ডিভিলিয়ার্সের জন্য সময় বেঁধে দিয়েছেন। ১লা জুন থেকে শুরু হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রীলঙ্কা সফর। সেই সফরের জন্য ভাবা হচ্ছে প্রোটিয়া তারকাকে।২০১৮ সালের ২৩ মে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন এবি। দেশের হয়ে না খেললেও আইপিএল-এ দেখা গিয়েছিল তাঁকে। অবসর ভেঙে বিশ্বকাপে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই সময়ে তাঁর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় প্রোটিয়া ক্রিকেট বোর্ড।বিশ্বকাপে হতশ্রী পারফরম্যান্স করে দক্ষিণ আফ্রিকা। তার জেরে বদলে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ ও ক্যাপ্টেন। নতুন কোচ বাউচার টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগেই এবি-কে ফেরাতে চান দলে। বাউচার বলেন, ""আইপিএল-এর পরেই এবি-কে দলে ফেরানোর উদ্যোগ আমরা নেব। টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে আমাদের বেশ কয়েকটা ম্যাচ রয়েছে।""১জুন থেকে শুরু হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রীলঙ্কা সফর। সেই সিরিজের জন্য বেশ কয়েকজনকে বেছে নেবে দক্ষিণ আফ্রিকা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ডিভিলিয়ার্সও।

শান্তির খোঁজে গঙ্গায় ডুব জন্টি রোডসের ! বললেন, শুদ্ধ হল মন-প্রাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন : ভারতের সঙ্গে তাঁর এক অদ্ভুত সম্পর্ক। অথচ তিনি ভারতীয় নন। ভারতে তাঁর জন্ম হয়নি। কিন্তু স্রেফ ক্রিকেটের সূত্র ধরে তাঁর সঙ্গে এই দেশের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আসলে এই দেশের প্রায় প্রতিটি কোণায় জন্টি রোডসের ফ্যান মিলবে। আর সেটা তিনি নিজেও জানেন। ক্রিকেট যখন খেলতেন তখনও, ক্রিকেট ছাড়ার পরও ভারতের প্রতি তাঁর ভালবাসা একই রয়েছে। সামনে আইপিএল। আর তাই আগামী কয়েকটা মাস জন্টি রোডস ভারতে থাকবেন। ইতিমধ্যে মুম্বইয়ের ফিল্ডিং কোচ দলের সঙ্গে কাজ শুরু করে দিয়েছেন।সামনেই ভরা ক্রিকেট মরশুম। দায়িত্ব, চাপ সবই থাকবে। তাই ২৯ মার্চ আইপিএল যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে মানসিক প্রস্তুতি সারার কাজটা করে রাখলেন জন্টি।

মন ও শরীর শুদ্ধ করতে ডুব দিলেন ঋষিকেশের গঙ্গায়। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ভারতে এসেই সোজা ঋষিকেশে চলে গিয়েছিলেন জন্টি। সেখানে গিয়ে সোজা গঙ্গায় ডুব। সেই ছবি টুইটারে পোস্ট করে লিখলেন, গঙ্গার ঠাণ্ডা জলে স্নান করার সুফল হল শারীরিক ও মানসিক শানসিক শান্তি পাওয়া যায়।ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বরাবর সম্মান দিয়ে এসেছেন জন্টি। এমনকী নিজের মেয়ের নামও জন্টি রেখেছেন ইন্ডিয়া। বুঝতেই পারছেন, এই দেশের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ঠিক কোন পর্যায় রয়েছে! এবার গঙ্গায় স্নান করার ছবি পোস্ট করে আরও একবার যেন সমর্থকদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আদায় করে নিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ক্রিকেটার। এরই মধ্যে অনেকে জন্টিকে ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়ার দাবি তুলেছেন।

ক্রিকেটের পর এবার ফুটবল মাঠে করোনা আতঙ্ক: মাঠে নামবেন না রোনাল্ডোরা

করোনা আতঙ্কের গ্রাসে গোটা বিশ্ব। চিনের পর পৃথিবীর অন্য দেশগুলিতেও এখন মারন রোগ করোনা ভাইরাস থাবা বসিয়েছে। চিনের পর জাপান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, দুবাইয়ে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। ভারতেও এই মুহূর্তে ২৮ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বলে জানা গিয়েছে। খেলার দুনিয়াতেও এই ভাইরাসের প্রভাব পড়েছে। ক্রিকেটের পর এবার ফুটবলে এই ভাইরাসের প্রভাব পড়ল।মাঠে নামবেন না রোনাল্ডোরাকরোনা আতঙ্কে মঙ্গলবার তুরিনে জুভেন্তাস বনাম এসি মিলানের ম্যাচ স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।কোপা ইতালিয়া সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে জুভেন্তাস বনাম মিলান ম্যাচ ছিল। ইতালির ক্লাব ফুটবলের সেমিফাইনালে এই ম্যাচটি বুধবার রাতে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইতালিতে এখন করোনা ভাইরাস থাবা বসানোর কারণে এই ম্যাচ আপাতত স্থগিত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম লেগে দুই দলের মধ্যে ম্যাচ ১-১ ড্রয়ে শেষ হয়েছিল।ইতালিতে মৃত্যের সংখ্যাএখনও পর্যন্ত যা খবর, ইতালিতে করোনা ভাইরাসে

আক্রান্ত হয়ে ৮০ জন মারা গিয়েছে। ইতালিতে এখন ২০০০ এর বেশি এই ভাইরাসে আক্রান্ত।অন্য সেমিফাইনাল ম্যাচের কী আপডেটইতালিয়ান কাপের অন্য সেমিফাইনালে নাপোলি ও ইন্টার মিলানের মধ্যে ম্যাচ রয়েছে। বৃহস্পতিবার ম্যাচটি নির্দিষ্ট সময়েই হওয়ার কথা রয়েছে। প্রথম লেগে নাপোলি ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে।ক্রিকেটে প্রভাবফুটবলের আগে ক্রিকেটেও করোনা থাবা বসিয়েছে। ১৯ মার্চ থেকে ইংল্যান্ড দল শ্রীলঙ্কা সফরে আসছে। উপমহাদেশে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে এসে ইংল্যান্ড দল কোনও ভাবে হ্যান্ডশেক করবে না বলে জানিয়েছেন।

হাত মুঠো করে তারা ফিস্ট করলেও সিরিজে হ্যান্ডশেকের প্রথা বাতিল করেছে ইংল্যান্ড। পুরোটাই করোনা ভাইরাসের আক্রমণে পড়া থেকে নিজেদের বাঁচাতে এমনটা করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

এই দুই ক্রিকেটার থাকলে টেস্টে সুবিধা পেত ভারত, মত মঞ্জরেকারের

আজকাল ওয়েবডেস্ক: টেস্ট সিরিজে ভরাডুবি হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার সঞ্জয় মঞ্জরেকার মনে করছেন, দু"জন পেসার দলে থাকলে তার সুবিধা নিতে পারত দল। কোন দুই পেসারের কথা বলেছেন মঞ্জরেকার ?ইট করে তিনি লেখেন, "টেস্টে যে কন্ডিশন ছিল তাতে ভুবি ও চাহার সাহায্য পেত। ওদের বোলিং স্টাইল কার্যকর হত নিউজিল্যান্ডে। বোলার হিসেবে গ্র্যান্ডহোম কতটা কার্যকর হয়েছে, সেটা তো দেখাই গিয়েছে।"টেস্ট সিরিজে জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সামি, ইশান্ত শর্মা ও উমেশ যাদব মিলে ১৮টি উইকেট নেন। অন্য দিকে ট্রেন্ট বোল্ট, টিম সাউদি ও কাইল জেমিসন ৩৪টি উইকেট নেন।

গ্র্যান্ডহোমও বল হাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। যা দেখার পরেই মঞ্জরেকারের মনে হয়েছে, ভুবনেশ্বর কুমার ও দীপক চাহার নিউজিল্যান্ডের বি. পরিবেশ-পরিস্থিতির সুবিধা নিতে পারতেন। কিন্তু এই দুই ক্রিকেটার তো চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন আগেই। পুরোদস্তুর সুস্থ হয়ে আইপিএলে চাহার ফিরবেন কি না, তা এখনও পরিস্কার নয়। রিকভারি সেশন শুরু করে দিয়েছেন ভুবি।

শেষ চারে হরমনপ্রীতদের সামনে ইংল্যান্ড, ব্রেট লি-র বাজি ভারত

মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতকে লড়তে হবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যাচ বৃষ্টির জন্য ভেস্তে যাওয়ায় দুই দলই এক পয়েন্ট করে পায়। যা দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাত পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে পৌঁছতে সাহায্য করে। দ্বিতীয় স্থানে চলে আসে ইংল্যান্ড।তিনটি জয়ের পাশাপাশি এ বারের বিশ্বকাপে একটি ম্যাচে হেরেছে ইংল্যান্ড। পাশাপাশি এ বারের বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত ভারত। চারটি ম্যাচে চারটিতেই জিতে গ্রুপ শীর্ষে শেষ করেছেন হরমনপ্রীত কৌররা।

বৃহস্পতিবার সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ভারত মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ডের।

ঠিক ২০১৮ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো।

বৃহস্পতিবারই দ্বিতীয় সেমিফাইনালে চার বারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা।দু'বছর আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল ইংল্যান্ড। অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার কাছে চূড়ান্ত লড়াইয়ে হেরে গিয়েছিল তারা। তবে এ বার ভারতীয় দলের ফাইনালে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা দেখছেন প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় পেসার ব্রেট লি। "ভারত এর আগে কখনও ফাইনালে ওঠেনি ঠিকই, তবে এই ভারতীয় দলকে অন্য রকম মনে হচ্ছে।

এ বারের ভারতীয় দলে শেফালি বর্মা এবং পুনম যাদবের মতো ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা রাখা ক্রিকেটারেরা রয়েছে। তা ছাড়া ব্যাট এবং বল হাতেও ধারাবাহিক ভাবে পারফর্ম করে যাচ্ছে ভারতের মেয়েরা," বলেন ব্রেট লি। তিনি আরও বলেছেন, "আমরা সব সময়ই জানতাম, ভারতীয় দলে কয়েক জন বিশ্বের সেরা মহিলা ক্রিকেটার রয়েছে। এ বার হরমনপ্রীত কৌর এমন একটা দল পেয়েছে, যে দলে বড় কোনও ক্রিকেটার কোনও দিন ব্যর্থ হলে সেই জায়গাটা ভরাট করার মতো ক্রিকেটার রয়েছে।"

ব্যাটসম্যান কোহলির হল টা কী ! কেরিয়ারের নিকৃষ্টতম পারফরম্যান্স এবারেই

টি২০ সিরিজে টানা পাঁচটা ম্যাচে জিতে টিম কোহলি সাফল্যের আকাশে উড়ছিল। তবে সপ্তাহ দু-য়েকও গেল না। তার মধ্যেই ভারতকে টেনে মাটিতে নামাল নিউজিল্যান্ড। টি২০ সিরিজে হারের বদলা এল ওয়ানডেতে। ভারতকে টানা তিনটে ম্যাচে হারিয়ে হোয়াইটওয়াশেই বদলা নিল কিউয়িরা।আর ভারতের একদিনের ক্রিকেটে এমন শোচনীয় পারফরম্যান্সেই ক্যাপ্টেন কোহলির একদিনের ক্রিকেটের পারফরম্যান্স আতসকাচের তলায় ভারতকে টানা তিনটে ম্যাচে হারিয়ে হোয়াইটওয়াশেই বদলা নিল কিউয়িরা।আর ভারতের একদিনের ক্রিকেটে এমন শোচনীয় পারফরম্যান্সেই ক্যাপ্টেন কোহলির একদিনের ক্রিকেটের পারফরম্যান্স আতসকাচের তলায় চলে এল।জাতীয় দলের লজ্জাজনক পারফরম্যান্সের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেল কোহলির অফ ফর্মের বিষয়টি। চলতি সিরিজে তিন ম্যাচে ব্যাট হাতে মাত্র ৭৫ রান করেছেন। মঙ্গলবার মাউন্ট মাউনগানুইয়েও দু-অঙ্কের রানে পৌঁছতে পারেননি তিনি। দ্বিপাক্ষিক সিরিজে ব্যাটসম্যান হিসেবে কোহলির সদ্য শেষ হওয়া সিরিজই নিকৃষ্টতম।নিজের পায়ে আর দাঁড়াতেই পারেন না, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত পেলেপরিসংখ্যান বলছে, গত বছরে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এর আগে সবথেকে খারাপ পারফরম্যান্সের নজির ছিল ব্যাটসম্যান কোহলির। সেই সিরিজে ৮৩ করেছিলেন। তারও এক বছর আগে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে সিরিজে কোহলি ১৪৮ তুলেছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিলান্ডের বিরুদ্ধে খারাপ খেলার সেই পরিসংখ্যানকেও ছাপিয়ে গেল কোহলির সদ্য শেষ হওয়া সিরিজের পারফরম্যান্স।সিরিজে মাত্র একটাই হাফসেঞ্চু রি করেছেন তিনি। বাকিটা পুরোটাই ব্যর্থতার গল্প। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ হারের পরে কোহলি অবশ বলেছেন, "সিরিজের স্কোরলাইনের মতো অতটা খারাপ আমরা খেলিনি। বেশ কিছু সুযোগ হাতছাড়া করেছি আমরা। এটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ম্যাচ জেতার জন্য যথেষ্ট ছিল না।"

করোনাভাইরাস আতঙ্ক: শ্রীলঙ্কা সফরে করমর্দন এড়িয়ে চলবে ইংল্যান্ড

লন্ডন।। করমর্দন নয়, হাত মুষ্টিবদ্ধ রেখে একে অপরকে স্পর্শ করে অভিবাদন জানাবে দুই দলের খেলোয়াড়রা উ চলতি মাসেই শ্রীলঙ্কা সফরে আসছে ইংল্যান্ড। আর এই সফরে করোনভাইরাসের আতঙ্কেই হাত না মেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খেলোয়াড়রা উএবিষয়ে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক জো রুট বলেছেন , করোনাভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কার কারণে শ্রীলঙ্কা সফরে বিপক্ষ খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলাবেন না। করোনাভাইরাস সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রুট বলেছেন, হাত মেলানোর পরিবর্তে খেলোয়াড়রা হাত মুষ্টিবদ্ধ রেখে একে অপরকে স্পর্শ করে অভিবাদন জানাবেন।সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের আগে ও সফর চলাকালে দলের ইংল্যান্ডের অনেক প্লেয়ারেরই পেটের অসুখ হয়েছিল। অনেকের ফ্লু-র সমস্যা দেখা দিয়েছিল। রুট বলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় অসুস্থতার শিকার হওয়ার পর দলের সদস্যরা প্লেয়াররা ন্যুনতম সংস্পর্শের গুরুত্ব বেশ ভালোভাবে বুঝেছে। আমাদের মেডিক্যাল টিমও ভাইরাস ছড়ানোর রুখতে আমাদের কিছু ব্যবহারিক পরামর্শ দিয়েছে।

Advertisement Notice

Applications, in plain paper, are invited from the eligible Retired officers of State Government/ Central Government organisations for engagement to the post of "Principal", College of Agriculture, Tripura, Lembucherra, on purely contractual basis. The details about the qualification & eligibility criteria for the post, terms & conditions may be seen in the Departmental website www.agri.tripura.gov.in.The application in plain paper must reach the Directorate of Agriculture, Krishi Bhawan, Agartala-799001, Tripura (West) on all working days, during the period w.e.f. 04.03.2020 to 31.03.2020.

ICA/D-1831/2019-20

(R. Debbarma)
Deputy Secretary to the Government of Tripura

পিছিয়ে গেল কৃত্রিম উপগ্রহ জিস্যাট-১ উৎক্ষেপণের দিনক্ষণ

বেঙ্গালুরু, ৪ মার্চ (হি.স.) : প্রযুক্তিগত ত্রুটি থাকার কারণে পিছিয়ে গেল কৃত্রিম উপগ্রহ জিস্যাট-১ উৎক্ষেপণের দিনক্ষণ। বুধবার এমনই জানানো হয়েছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরোর তরফে।

এদিন ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে জিএসএলভি-এফ ১০ মাধ্যমে কৃত্রিম উপগ্রহ জিস্যাট-১ এর উৎক্ষেপণের দিন চলতি বছরের ৫ মার্চ নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু প্রযুক্তিগত ত্রুটি থাকার জেরে ওই দিন উৎক্ষেপণ হবে না। পরে জানিয়ে দেওয়া হবে কবে উৎক্ষেপণ হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ৫ মার্চ বিকেল ৫টা ৪৩মিনিট নাগাদ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপণ হওয়ার কথা ছিল জিস্যাট-১। ৫১.৭০ মিটার লম্বা, ৪২০ টন ওজনের জিএসএলভি-এফ ১০ করে জিস্যাট-১ শ্রীহরিকোটার দ্বিতীয় লঞ্চপ্যাড দিয়ে উৎক্ষেপণ করার কথা ছিল। এখন সেটা পিছিয়ে গেল।

দিল্লির হিংসা ও মধ্যপ্রদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি বৈঠকের ডাক কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি. সি.) : দিল্লির হিংসা, কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীর কার্যালয়ে নাশকতা ও মধ্যপ্রদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিত নিয়ে আলোচনা করতে বুধবার দলের সমস্ত সাংসদদের বৈঠকের ডাক দিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। বৈঠকে মধ্যপ্রদেশে কমলনাথ সরকারকে কেন্দ্র করে যে বিপদ ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা নিয়ে আলোচনা করে বড় পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।

আসলে, মধ্যপ্রদেশে আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস অভিযোগ করেছে যে বিজেপি তার বিধায়কদের প্রলুব্ধ করছে। এই ঘোড়া কেনা বেচার মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসে সরকারকে ফেলাই এখন বিজেপির উদ্দেশ্য।

কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং ইতিমধ্যে দিল্লি পৌঁছেছেন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন কংগ্রেস বিধায়ককে নিজের দলে নেওয়ার জন্য প্ররোচিত করা হচ্ছে। তবে মধ্যপ্রদেশ সরকারের বিপদের বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের সরকারের কোনও বিপদ নেই, আমরা সবাই এক।' তিনি আরও বলেছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথ আজ ভোপালে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলবেন।

এদিকে, কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী কেন্দ্রীয় সরকারকে বিরুদ্ধে সিবিআই এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ করেছেন। এটি দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পনা করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে বিধায়কদের কেনা বেচা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, বিজেপি মধ্যপ্রদেশ সরকারকে ভেঙে দেওয়ার জন্য সমস্ত শক্তি লাগিয়ে দিয়েছে। কংগ্রেস বিধায়কদের ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে বিজেপির পক্ষে বলাতে চায়।

মধ্যপ্রদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে রাউ বিধানসভা আসনের বিধায়ক জিতু পাটোয়ারী বলেছেন , প্রধানমন্ত্রী মোদী অন্য রাজনীতির কথা বলেছিলেন এখন তো অন্য কিছু দেখা যাচ্ছে। কংগ্রেস বিধায়কদের কিনতে ৩৫, ৫০ এবং ৬৫ কোটি টাকার কথা হয়েছে, এত টাকা পেল কোথা থেকে? তিনি বলেছিলেন যে রাতে আমরা হোটেলে গিয়েছিলাম, যেখানে বিধায়কদের মারধর করা হয়েছিল এবং কিছু বিধায়ককে নরোত্তম মিশ্র তুলে নিয়েছিলেন। এই সমস্ত কিছুর পিছনে ছিলেন মাস্টারমাইন্ড শিবরাজ সিংহ।

কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাগশিপ স্কিমগুলিকে যথাযথ রূপায়ণে সংশ্লিষ্টদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাগশিপ স্কিম মিশন ইন্দ্রধনুষ এবং প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন-ঔষধি পরিযোজনা রূপায়ণের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ বুধবার রাজ্য সচিবালয়ের ১ নম্বর কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাগশিপ স্কিমগুলিকে রাজ্যেও যথাযথ রূপায়ণে সংশ্লিষ্টদের বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। এজন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সভায় তিনি মিশন ইন্দ্রধনুষ প্রকল্পে প্রতিটি ব্লকে টিকাকরণের হার একশো শতাংশ অর্জন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন-ঔষধি পরিযোজনা প্রকল্পের সুবিধা সম্প্রসারণ করতে হবে। তার জন্য আরও বেশি করে জন-ঔষধি কেন্দ্র খোলার বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর কথায়, জন-ঔষধি কেন্দ্র নেই এমন হাসপাতালগুলিতে যেমন এই সেন্টার খুলতে হবে তেমনি রাজ্যের যে সমস্ত হাসপাতালে জন-ঔষধি কেন্দ্র রয়েছে সেখানে জেনেরিক ওষুধ যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দফতরকে যা যা করা প্রয়োজন তা করতে হবে। প্রয়োজনে জেনেরিক মেডিসিন সরবরাহকারী সংস্থাগুলির জন্য গাইডলাইন বেঁধে দিতেও বলেন তিনি। পাশাপাশি তিনি জেনেরিক ওষুধের ব্যবহার বাড়ানোর ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা যাতে উদ্যোগী হন সেই বিষয়টিও দেখতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এতে সাধারণ গরিব মানুষ যেমন উপকৃত হবেন তেমনি চিকিৎসা খরচও কম হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

আলোচনায় স্বাস্থ্যসচিব ড় দেবাশিস বসু মিশন ইন্দ্রধনুষ প্রকল্প সম্পর্কে বলেন, এই প্রকল্পে শূন্য থেকে ২ বছর বয়সি শিশু এবং গর্ভবতী মহিলাদের টিকাকরণের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য রাজ্যের ৬টি জেলা যথাক্রমে সিপাহিজলা, খোয়াই, গোমতি, উত্তর ত্রিপুরা, ঊনকোটি এবং ধলাইকে এই অভিযানের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৯ থেকেই এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে এবং চলতি মার্চ মাস পর্যন্ত চলবে।

সভায় প্রদত্ত তথ্য অনুসারে, চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারিতে এই কর্মসূচির তৃতীয় রাউন্ডে শিবিরগুলিতে শূন্য থেকে ২ বছর বয়সি ১,৭৩৪ জন শিশুকে টিকাকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে সফলতার হার ৯৫ শতাংশ। পাশাপাশি গর্ভবতী মহিলাদের টিকাকরণের সফলতার হার ৯৬ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন-ঔষধি পরিযোজনা প্রকল্প সম্পর্কে স্বাস্থ্যসচিব জানান, রাজ্য, জেলা, মহকুমা হাসপাতাল এবং সিএইচসি মিলে মোট ২০টি হাসপাতালে জন-ঔষধি কেন্দ্র চালু রয়েছে।

এই কেন্দ্রগুলি খোলার জন্য স্বাস্থ্য দফতর প্রতিটি ক্ষেত্রে জায়গার ব্যবস্থার পাশাপাশি বিদ্যুৎ সহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান করেছে বলে সভায় জানানো হয়েছে। এদিন পর্যালোচনা সভায় মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের প্রকল্প অধিকর্তা অদিতি মজুমদার, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দফতরের বিশেষ সচিব অপূর্ব রায় সহ অন্যান্য উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

দিল্লীতে হিংসার প্রতিবাদে আগরতলায় সিপিএমের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। দিল্লিতে বর্বরোচিত হামলা ও গণহত্যার প্রতিবাদে এবং ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিতে আগরতলায় বুধবার সিপিআইএমের প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিলটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

মিছিলে অংশ নিয়ে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, দিল্লিতে দাঙ্গার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও দিল্লি সরকার দায়ী। প্রধানমন্ত্রী এই দাঙ্গার ঘটনার ৫৯ ঘণ্টা পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। দিল্লি পুলিশ দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। দাঙ্গায় ৪৪জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। প্রচুর বাড়িঘর জ্বালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষার্থীদের বই, এডমিড কার্ট

ছয়ের পাতায় দেখুন

আমরা বাঙালি সচিবের মাতৃ বিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ ।। বুধবার বেলা ১১টায় আমরা বাঙালি দলের রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পালের মাতা অনন্তবালা রুদ্রপাল স্বল্প রোগ ভোগের পর সকাল ১১টায় স্বজ্ঞানে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তাঁর চার পুত্র ও চার কন্যা বর্তমান। তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই আত্মীয় সজন ছাড়াও দলীয় কর্মীরা হাঁপানিয়া সিংহমুড়াস্থিত তাদের বাস ভবনে গিয়ে মিলিত হয় এবং শোক ব্যক্ত করেন।

দিল্লি হিংসা নিয়ে সংসদে আলোচনার দাবিতে অনড় কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি.স.) : দিল্লির হিংসা নিয়ে সংসদের ভেতর ও বাইরে আন্দোলন চালিয়ে যাবে কংগ্রেস। বুধবার লোকসভায় দাঁড়িয়ে এমনই জানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

সংসদের উভয় কক্ষে দিল্লির হিংসা নিয়ে আলোচনা করতে তৎপর কংগ্রেস। কিন্তু বিষয়টি এখনও কিছু জানায়নি কেন্দ্র। এদিন সংসদে দাঁড়িয়ে অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, সংসদে দিল্লির হিংসা নিয়ে আলোচনা না হলে অধিবেশন কক্ষের ভেতর ও বাইরে আন্দোলন চালিয়ে যাবে কংগ্রেস। সংসদের ভেতর আলোচনা করা থেকে নিজেদের এড়িয়ে চলেছে সরকার। অন্যদিকে কেন্দ্রের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এই বিষয় হোলির পরই আলোচনায় বসবে তারা। এই প্রসঙ্গে অধীর বলেন দিল্লিতে রক্ত দিয়ে হোলি খেলা হল। আর কেন্দ্র হোলি উৎসব পর্যন্ত কেন অপেক্ষা করতে চাইছে। কোন জিনিস আড়াল করতে চাইছে তারা।

কেন্দ্রের বিবাদ থেকে বিশ্বাস বিল ২০২০ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধীর বলেন এমন বিল এনে কেন্দ্র দুর্নীতিকে আরো প্রশ্রয় দিচ্ছে। কর ফাঁকি যারা দিচ্ছে তাদের বাঁচানোর জন্যই এমন কাজ করছে কেন্দ্র।

উন্নাও ধর্ষিতার বাবা খুনের মামলায় দোষীসাব্যস্ত কুলদীপ-সহ ৬ জন, বেকসুর ৪ জন

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি.স.): উন্নাওয়ের নির্যাতিতা তরুণীর বাবাকে পরিকল্পনা করে খুনের ঘটনায় দোষীসাব্যস্ত হল বহিষ্কৃত বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গার। কুলদীপ সেঙ্গার ছাড়াও নির্যাতিতার বাবা খুনের মামলায় আরও ৬ জন দোষীসাব্যস্ত হয়েছে। বুধবার সাজা ঘোষণা করেছে দিল্লির তিস হাজারি আদালত। তবে, এই মামলায় তিজ হাজারি আদালতে বেকসুর খালাস ঘোষণা করা হয়েছে ৪ জনকে।

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে বিচার বিভাগীয় হেফাজতেই মৃত্যু হয় উন্নাওয়ের নির্যাতিতার বাবার। ৩ এপ্রিল সহকর্মীদের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন তিনিঊ সেখানে শশী প্রতাপ সিং তাঁর কাছ থেকে লিফট চাইলে তা অস্বীকার করা হয়। এরপরই শশী তাঁর দলবল নিয়ে আসে। সেখানে এসে উপস্থিত হন কুলদীপ সেঙ্গারের ভাই অতুলও। ধর্ষিতার বাবা বেধড়ক মারধর করা হয়। এমনকি ধর্ষিতার বাবার বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়। ধর্ষিতার বাবাকে গ্রেফতারও করা হয়। বিচার বিভাগীয় হেফাজতে থাকাকালীনই ধর্ষিতার বাবার মৃত্যু হয়। এই মামলাতেই বুধবার কুলদীপ-সহ ৭ জনকে দোষীসাব্যস্ত করল দিল্লির তিস হাজারি আদালত।

রাজ্যে অনলাইনের মাধ্যমে সরকারি আবাস পাবার আবেদন ও বণ্টনের প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। রাজ্যে অনলাইনের মাধ্যমে সরকারী আবাসন পাবার আবেদন ও বন্টনের প্রক্রিয়া 'ই-সদন' ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সরকারী আবাসন পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার পাশাপাশি কম সময়ে পরিষেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই অনলাইন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। আজ বিকালে মহাকরণের ১ নং কনফারেন্স হলে ই-সদন অনলাইন প্রক্রিয়ার সূচনাপর্বে উপস্থিত ছিলেন পূর্ত দপ্তরের প্রধান সচিব শশীর'ন কুমার, চীফ ইঞ্জিনিয়ার দীপক কুমার দাস, পূর্ত দপ্তরের উপসচিব সুশান্ত দত্ত এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ। অনলাইন ব্যবস্থাপনার উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার শুরু থেকেই বিভিন্ন দপ্তরে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশন ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে ই-স্ট্যাম্পিং, ই-পিডিএস, ই-বাহন, বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স ইত্যাদি পরিষেবা চালু হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি সরকারী দপ্তরেই ধাপে ধাপে ডিজিটাইজেশন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। এরফলে রাজ্যের উন্নয়ন কাজ যেমন ত্বরান্বিত হবে তেমনি রাজ্যের জনগণও কম সময়ে অধিকতর সুবিধা পাবেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সরকারী আবাসন বন্টন প্রক্রিয়ার কাজটি আগে ম্যানুয়ালী করা হত। এরফলে অনেক সমস্যা দেখা দিত এবং আবেদনকারীর অনেক সময়ও ব্যয় হত। আজ এই অনলাইন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর আবেদনকারীগণ দ্রত ও সহজে ঘরে বসে আবেদন করতে পারবেন। সরকারী আবাসন পাওয়ার ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে এখন সুপারিশও করতে হবেনা। আবেদনকারী আবেদনের সর্বশেষ স্ট্যাটাস সম্পর্কেও অনলাইনে জানতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে পূর্ত দপ্তরের উপসচিব সুশান্ত দত্ত অনলাইন ই-সদন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান, নতুন চালু হওয়া এই ব্যবস্থায় একজন আবেদনকারীকে ই-সদন ওয়েবসাইটের এরমাধ্যমে লগ ইন করতে হবে। ওয়েবসাইটটি খোলার পরে আবেদনকারী ব্যক্তিগত ই-মেল ব্যবহার করে তার মাধ্যমে প্রাপ্ত ওটিপি দিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য যথাযথভাবে পূরণ করে অনলাইনে জমা দিতে পারবেন। ই-সদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবেদনকারীদের আবেদনপত্র নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে যাচাই করা হবে। আবাসনের শূন্যতার উপর ভিত্তি করে আবেদনের ক্রম তালিকার উপর টাইপ ভিত্তিক আবাসনের তালিকা প্রকাশ করা হবে। আবাসন বন্টন করা হয়েছে কিনা বা আবেদনের সর্বশেষ স্ট্যাটাস আবেদনকারী অনলাইনে দেখে নিতে পারবেন। পরবর্তী পর্যায়ে বর্তমান ই-সদন ব্যবস্থা টেজারী ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করে আবাসিকদের লাইসেন্স ফি, জল কর, গ্যারেজ ভাড়া ইত্যাদি বিষয়ের নির্ধারিত প্রদেয় অর্থ অনলাইনে প্রদান করতে পারবেন বলে উপসচিব সুশান্ত দত্ত জানান।

বুধবার বিধায়ক রামপদ জমাতিয়ার সাথে দেখা করে শোক প্রকাশ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন। ছবি- নিজস্ব।

আরবিআই-এর নিষেধাজ্ঞা তুলতে নির্দেশ ক্রিপ্টোকারেন্সিতে সম্মতি শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি.স.): ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র নিষেধাজ্ঞা তোলার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ফলে বিটকয়েন-সহ সমস্ত ধরনের ডিজিটাল মুদ্রার ব্যবহারে আর কোনও বাধা রইল না। ক্রিপ্টোকারেন্সিতে সম্মতি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ২০১৮ সালে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারের নিয়ম কড়া করেছিল আরবিআই। আরবিআই জানিয়ে দেয়, ভারতীয় মুদ্রায় বিটকয়েন কেনা-বেচা বন্ধ করতে হবে। এই সিদ্ধান্তকে বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল ইন্টারনেট অ্যান্ড মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য অংশীদারিরা। ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের উপর আরবিআই-এর নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তের অধিকার নিয়ে শীর্ষ আদালতে প্রশ্ন তোলেন ইন্টারনেট অ্যান্ড মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া-র আইনজীবী অসীম সুদ। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে বুধবার সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে, এবার থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে লেনদেন করা যাবেঊ তাতে আরবিআই-এর নজরদারির প্রয়োজন নেই। এই রায়ের ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তিতে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ।

বিরোধীদের অভিযোগে বিশেষ গুরুত্ব জেলা গুলিকে নির্দেশ কমিশনের

কলকাতা, ৪ মার্চ (হি. স.) : রাজ্যে আসন্ন পুরসভা ভোটে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগের নিষ্পত্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

বুধবার হাওড়া ও দুই ২৪ পরগণা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করে গ্রিভান্স সেলের কাজের খুঁটিনাটি তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন কমিশনের কর্তারা। কিভাবে বিরোধীদল ও ভোটারদের অভাব অভিযোগ শুনে তা নিষ্পত্তি করা হবে তা নিয়ে জেলা প্রশাসনের ওই কর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে খবর।

ইতিমধ্যেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে গ্রিভান্স সেল চালু করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে এই সেল। প্রত্যেক জেলার সহকারি জেলাশাসকরা এই সেলে অভাব অভিযোগ গ্রহণের দায়িত্বে থাকছেন। আজ হাওড়া, দুই ২৪ পরগণা ও কালিম্পং বাদ দিয়ে বাকি ১৮ জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসে কমিশন। তাঁদেরও এবিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

অধীরের দিল্লির অফিসে হামলা রাজ্যজুড়ে ধিক্কার দিবস পালন প্রদেশ কংগ্রেসের

কলকাতা, ৪ মার্চ (হি.স.): উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ইস্তফার দাবি জানিয়ে কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী সংসদে বারবার সরব হয়েছেন। পথে নেমেছেনঊ এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার অধীর চৌধুরীর দিল্লির অফিসে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। তাঁর বাড়ির নিরাপত্তারক্ষীদেরও মারধর করা হয়। শুধু তাই নয়, অধীর বাবুর অফিস থেকে বেশ কিছু নথি খোয়া গিয়েছে বলে খবর। এই ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে ধিক্কার দিবস পালন করছে প্রদেশ কংগ্রেস। ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বুধবার রাজাবাজার মোড়ে অমিত শাহ-র কুশপুতুল দাহ ও পথ অবরোধ করা হয়। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অধীর চৌধুরীর নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।